NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ ভুয়ো আধার কার্ডে ঢুকতে চেয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ামে, ধৃত বাংলাদেশি

শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড মেট্রো চালু হতে পারে নমো'র হাত ধরে ২

কলকাতা ১২ জুলাই ২০২৫ ২৭ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.07.2025, Vol.19, Issue No. 33, 8 Pages, Price 3.00

হরিয়ানায় অবসাদেই খুন রাধিকাকে, বাবার বয়ানে রহস্য

চণ্ডীগড়, ১১ জুলাই: বাবার গুলিতে তরুণী টেনিস খেলোয়াড়ের মৃত্যুর ঘটনায় চর্চা গোটা দেশজুড়ে। অভিযুক্ত দীপক যাদবের কথায়, কটাক্ষ সহ্য করতে করতেই মেয়ে রাধিকাকে খুন করেছেন তিনি। খুনের নেপথ্যে প্রতিবেশীদের কটাক্ষের কথা উল্লেখ করলেও তদন্তকারীদের মতে মেয়েকে হত্যার পিছনে রহস্য কিছু রয়ে গিয়েছে। তদন্ত যত এগোবে হত্যার 'আসল' কারণ স্পষ্ট হয়ে যাবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার রাধিকাকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি চালান দীপক। তিনটি গুলি রাধিকার বুকে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তাঁর। জেরার মুখেই খুনের কথা স্বীকার করেন দীপক।

রাজ্য স্তরে টেনিস খেলতেন রাধিকা। সম্প্রতিই তিনি কাঁধে চোট পান, কোর্টে খেলার মতো অবস্থা ছিল না তাঁর। রাধিকা নিজের উদ্যোগেই শিশুদের জন্য একটি টেনিস অ্যাকাডেমি খোলেন। সেখানে খেলা শেখাতেন, কিন্তু তাঁর বাবা হঠাৎ সেই অ্যাকাডেমি বন্ধ করিয়ে দেন।

দীপকের যুক্তি, লোকজন তাঁকে কটাক্ষ করছিল যে তিনি মেয়ের উপার্জনে খাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'ওয়াজিরাবাদে আমি যখন দুধ কিনতে যেতাম, তখন লোকজন কটাক্ষ করত যে আমি মেয়ের উপার্জনে বাঁচি। আমি খুব বিরক্ত ছিলাম। কয়েকজন আমার মেয়ের চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল। আমি মেয়েকে বলেছিলাম টেনিস অ্যাকাডেমি বন্ধ করে দিতে, কিন্তু ও অস্বীকার করে।' পুলিশের কাছে দীপক আরও বলেন, 'আমার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল এই কথায়। আমি খুব স্ট্রেসড ছিলাম। সেই কারণেই আমি লাইসেন্সড রিভলভার বের করি, রাধিকা তখন রান্না করছিল। পরপর গুলি চালাই, ওর কোমরে গুলি লাগে। আমিই আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছি।'

রাধিকার মা মঞ্জু দেবী লিখিত বয়ান দিতে অস্বীকার করেছেন। তিনি মৌখিক বয়ানে জানিয়েছেন, তাঁর শরীর খারাপ ছিল। জ্বর থাকায় তিনি উপরে ঘরে চলে গিয়েছিলেন। এদিকে, রাধিকার কাকা কুলদীপ যাদব জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ পরপর জোরে কয়েকটি শধ শুনেই নীচে ছুটে গিয়েছিলেন। দেখেন, মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে আছে রাধিকা, পাশে পড়ে রয়েছে একটি পিস্তল। তাঁর মা-বাবা সামনে দাঁড়িয়ে। রাধিকার কাকা ও খুড়তুতো ভাই মিলেই তাঁকে গুরুগ্রামের একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কেন দাদা তাঁর একমাত্র মেয়েকে খুন করলেন, তা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না কুলদীপ।

এক আত্মীয় জানিয়েছেন, বিপুল সম্পত্তির মালিক দীপক। গুরুগ্রামে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে তাঁর। সেই সম্পত্তি থেকেই মাসে ১৫-১৭ লক্ষ টাকা আয় করেন দীপক। শুধু তা-ই নয়, তাঁর বিলাসবহুল খামারবাড়িও রয়েছে। সকলেই যখন জানেন দীপকের অর্থের অভাব নেই, সেখানে কী ভাবে এই তত্ত্ব আসছে যে, 'মেয়ের উপার্জনে খেতে হচ্ছে' তাঁকে। আর সেই কটাক্ষের জেরেই মেয়েকে খুন করলেন তিনি? ওই আত্মীয় বলেন, 'খুনের নেপথ্যে যদিও দীপক এই যুক্তিকেই খাড়া করছেন, কিন্তু তা মোটেই ঠিক নয়।' তা হলে কেন খুন হতে হল রাধিকাকে?

ওই আত্মীয় আরও জানিয়েছেন, দীপক খুব মিশুকে এবং মৃদুভাষী। রাধিকাকে টেনিস খেলানোর জন্য নিজের উচ্চশিক্ষার ইচ্ছাকেও বিসর্জন দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, রাধিকা ছিলেন দীপকের নয়নের মণি। দু'লক্ষ টাকা দিয়ে মেয়েকে র‌্যাকেট কিনে এনে দিয়েছিলেন। ফলে যে ব্যক্তি কন্যার জন্য নিজের কেরিয়ারকেও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা করেননি, সেই ব্যক্তি শুধুমাত্র কটাক্ষের জেরে কন্যাকে খুন করলেন? এই যুক্তি মানতে চাইছেন না প্রতিবেশীরাও।

ভুল প্রশ্ন: টেটে নয়া কমিটি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ পরীক্ষার (টেট) 'ভুল প্রশ্ন' সংক্রান্ত অভিযোগের মামলায় আবার নতুন কমিটি গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট। এর আগে এই মামলাতেই একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিল উচ্চ আদালত। কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়। ফলে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি ওই কমিটি। শুক্রবার তাই নতুন কমিটি গড়ে দিয়েছে হাইকোর্ট।

নতুন কমিটিতে থাকবেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের এক জন করে বিশেষজ্ঞ। বিচারপতি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ওই কমিটিই যাচাই করে দেখবে প্রশ্নে ভুল ছিল কি না। কমিটিকে জানাতে হবে, কতগুলি প্রশ্ন ভুল ছিল এবং সেগুলির সঠিক উত্তর কী হবে।

নথি যাচাই

■ ২০২২ সালে প্রাথমিকের প্যানেল থেকে বাদ পড়া চাকরিপ্রার্থীদের অনেকের নথি যাচাই করবে পর্ষদ। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এই নথি যাচাই করবে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে পর্ষদের তরফ থেকে। একইসঙ্গে পর্ষদের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এই নথি যাচাই করা হবে। এদিকে পর্ষদ সূত্রে এ খবরও মিলেছে, সব মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ২১২৪ জন চাকরিপ্রার্থীর নথি যাচাই করবে। পর্ষদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ২২ জুলাই থেকে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত নথি যাচাই করার প্রক্রিয়া চলবে।

উল্লেখ্য, অতীতে হাইকোর্ট যে কমিটি তৈরি করে দিয়েছিল সেই কমিটিতে ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পর্ষদের বিশেষজ্ঞেরা। এর আগে ভুল প্রশ্ন মামলায় আগে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নির্দেশ দেন, ২০১৭ সালের প্রশ্ন বিশ্বভারতীর বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং ২০২২ সালের প্রশ্ন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি খতিয়ে দেখবে। তার বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এই মামলায় পর্ষদের দাবি ছিল, তারা নিজেরাই বিষয়টি যাচাই করতে সক্ষম। সেই সঙ্গে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, একটি পরীক্ষা সংগঠিত করতে সময় ব্যয় হয়, পরিশ্রম করতে হয়। যাঁরা পরীক্ষায় অসফল হন তাঁরাই কোনও না কোনও বিষয় নিয়ে অভিযোগ তুলে মামলা করেন।

দিল্লিতে আটক বাংলার শ্রমিক

কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার বাংলার ছয় পরিযায়ী শ্রমিকদের দিল্লিতে আটক করা নিয়ে দুটি মামলায় কেন্দ্রের কাছে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিকে সূত্রে মারফত খবর, ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এরপরই শুক্রবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, রাজ্যের মুখ্যসচিব দিল্লির মুখ্যসচিবের সঙ্গে সমন্বয় করে এ ব্যাপারে আদালতে রিপোর্ট দিতে হবে।

এর পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক-সহ সব পক্ষকে এই বিষয়ে খোঁজখবর করে আগামী বুধবার হলফনামা দিতেও নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। কারণ, দিল্লি থেকে আটক করা বাংলার ছয় পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'হেবিয়াস কর্পাস' মামলায় আদালত চাইলে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে রিপোর্ট তলব করে, তাদের বক্তব্য জানতে চাইতে পারে।

প্রসঙ্গত, দিল্লির রোহিণী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বীরভূমের বাসিন্দা তথা বাংলার ছ'জন পরিযায়ী শ্রমিককে। এদিন মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী আদালতে জানান, বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে পাকড়াও করে 'পুশব্যাক' করা হয়েছে।

বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চেয়েছে- 'কেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের আটকে রাখা হয়েছে সে ব্যাপারে।' শুধু তাই নয়, ডিভিশন বেঞ্চ এও জানতে চায়, কিসের ভিত্তিতে আটক করা হয়েছে তা নিয়েও। একইসঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চের তরফ থেকে এ প্রশ্নও করা হয়, এই সব শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের হয়েছে কি না। পাশাপাশি এও জানতে চাওয়া হয়, আটক করার পরে ওই পরিযায়ীদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে বা এখন তাঁরা কোথায় রয়েছেন সে ব্যাপারেও। এই সমস্ত প্রশ্ন রাজ্যের মুখ্যসচিব মারফত ওড়িশা সরকারের কাছে জানতে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত।

এবার শুক্রবার দিল্লিতে আটক ছয় পরিযায়ী শ্রমিকের বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে বিশদ রিপোর্ট চাইল আদালত। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিল্লির মুখ্যসচিবের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে গোটা ঘটনার হালহকিকত জানতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন।

'ভারতের কাচ ভাঙারও প্রমাণ নেই'

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই: অপারেশ সিঁদুর নিয়ে বড় দাবি করলেন দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। শুক্রবার বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলির দিকে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'একটা ছবি দেখান যা প্রমাণ করে সংঘাতপর্বে ভারত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।'

ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের হামলা এবং তার ক্ষয়ক্ষতির কোনও ছবি প্রকাশ্যে আসেনি। নেই কোনও প্রমাণ। তা সত্ত্বেও বিদেশি কিছু সংবাদমাধ্যম এই সংক্রান্ত ভুল তথ্য প্রচার করে চলেছে বলে দাবি ডোভালের। পাকিস্তানের মাটিতে ভারতের হামলা এবং পাক জঙ্গিঘাঁটিগুলির ধ্বংসস্তূপের অনেক ছবি প্রকাশ্যে এসেছে বলে জানান তিনি। দাবি, সেই কৃত্রিম উপগ্রহচিত্রই সত্য চিনিয়ে দিচ্ছে। এ বিষয়ে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন ডোভাল।

শুক্রবার আইআইটি মাদ্রাজের ৬২তম সমাবর্তনে গিয়েছিলেন ডোভাল। সেখানেই তাঁর ভাষণে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রসঙ্গ ওঠে। ডোভাল দাবি করেন, বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলি এ বিষয়ে একতরফা খবর প্রকাশ করেছে।

পাকিস্তান কী কী করেছে, তা তারা দেখিয়েছে। কিন্তু প্রামাণ্য নথি অন্য কথা বলছে। ডোভাল বলেন, 'বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলি বলছে, পাকিস্তান এই করেছে, পাকিস্তান ওই করেছে। আপনি আমাকে একটা ছবি দেখান, যেখানে ভারতের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। একটা কাচ ভাঙারও ছবি নেই। তা সত্ত্বেও বিদেশি সংবাদমাধ্যম এই সমস্ত তথ্য প্রচার করেছে। ছবিতে শুধু দেখা গিয়েছে পাকিস্তানের ১৩টি বিমানঘাঁটি। ১০ মে-র আগে এবং পরে। তা সে সরগোধাই হোক বা রহিম ইয়ার খানই হোক বা চকলালা।'

সিঁদুর অভিযান নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ভারতে তৈরি প্রতিরক্ষা অস্ত্রের প্রসঙ্গ তোলেন ডোভাল। দাবি, ভারতের নিজস্ব অস্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই ধরনের প্রযুক্তি আরও তৈরি করা প্রয়োজন বলে জানান তিনি। ডোভাল বলেন, 'আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তি তৈরি করতে হবে। আমরা গর্বিত, সিঁদুর অভিযানে আমাদের প্রযুক্তি নিয়ে। তা সে ব্রহ্মস হোক বা আমাদের বিমান নিয়ন্ত্রণ ও কমান্ড সিস্টেম হোক। আমরা ঠিক করেছিলাম, পাকিস্তানের ন'টি জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালাব। সেগুলি ছাড়া আর কোথাও আমরা কিছু করিনি। গোটা অভিযানটি আমরা ২৩ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করেছি।'

উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের সময় নিউ ইর্য়ক টাইমস ফলাও করে একটি প্রতিবেদন ছাপিয়ে ছিল। যাতে তারা দাবি করে, পাকিস্তান ভারতের একটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছে। এবার সেই দাবিকেই কার্যত নস্যাৎ করলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। এর পাশাপাশি নাম না করে আমেরিকা ও পাকিস্তানকে নিশানা করে ডোভাল বলেন, ওরা মুখে এক কথা বলছে অথচ উপগ্রহ চিত্রে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের ১৩টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাফালে যুদ্ধবিমান ধ্বংস নিয়ে বিদেশি কুৎসা ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে দাসাল্ট। স্পষ্ট জানানো হয়েছে যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে একটি বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই জল্পনার মাঝেই ডোভালের মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বুথে বুথে ধর্মরক্ষা করার ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার মনসাতলায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এদিন তীব্র রাজনৈতিক বার্তা দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুথ সংগঠনের বাইরেও 'ধর্ম রক্ষা কমিটি' গঠনের ডাক দিয়ে শুভেন্দুর মন্তব্য, 'শুধু বুথ কমিটি নয়, বুথে বুথে ধর্ম রক্ষা কমিটি করতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি ও সনাতন সমাজকে রক্ষা করতে হবে।'

তিনি অভিযোগ করেন, 'হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ রাজ্যের দশটি জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় গড়ের দ্বিগুণ হারে হচ্ছে। এটা স্বাভাবিক বৃদ্ধি নয়; এটা রোহিঙ্গা মুসলিম অনুপ্রবেশের ফল। রাজ্যের ৫৪০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিএসএফকে জমি না দিয়ে জেনে-শুনে এই উন্মুক্ত প্রবেশের পথ তৈরি করেছেন।' তাঁর দাবি, '২০১৬-২০২১ সালের পরিসংখ্যান ভয়ঙ্কর। এই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়েই রোহিঙ্গারা বাংলায় ঢুকে গোটা দেশে ছড়িয়েছে।'

শুভেন্দুর ভাষায়, 'এরা কেউ শরণার্থী নয়, অভারতীয় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। এদের নাম ভোটার তালিকায় থাকা একেবারেই অনুচিত। ইতিমধ্যেই বিএসএফ তিন লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিমকে পুশ ব্যাক করেছে। বিহারের মতো যদি বাংলায় এসআইআর চালু হয়, তাহলে সার্ভের মাধ্যমে এদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব হবে।'

এসএসসি দুর্নীতিতে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'ওনার কান নেই। যার একটা কান থাকে সে রাস্তার একপাশ দিয়ে যায়, দুটো কাটা থাকলে যায় মাঝখান দিয়ে। ২০২১-এ নন্দীগ্রামে আমাকে হারাতে না পেরে ভবানীপুরে গিয়ে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সেদিন থেকেই ওনার কান নেই।'

তারপরেই ভাইপো অভিষেক ও নিয়োগ দুর্নীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বলেন, ''পিসি ভোটে দাঁড়ান ভাইপোর টাকায়। এসএসসি-তে নিয়োগের টাকা তোলা হয়েছিল ভাইপোর এজেন্ট অয়ন শীল, কালীঘাটের কাকুদের মাধ্যমে। ভাইপো যদি চোর হন, পিসি ডাকাত। তাই অযোগ্যদের প্রতি সরকারের এত দরদ। নন্দীগ্রামে আমাকে হারাতে দশ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। নিশ্চয়ই সেটা 'সৎ' মমতা নয়, 'চোর' মমতাই খরচ করেছিলেন।''

ঋণ চাইল ভারত

■ **সিন্ধু চুক্তিতে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল আগেই, এবার চন্দ্রভাগা নদীর উপর বাঁধ দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিল মোদী সরকার। পাকিস্তানকে শুকিয়ে মারতে কিশতয়াড়া জেলায় 'কোয়ার বাঁধ' নির্মাণ করা হচ্ছে কেন্দ্রের তরফে। এই প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের ৩১১৯ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে ভারত সরকার। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় ঘুম ছুটেছে পাকিস্তানের। কোয়াকর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে গ্রিনফিল্ড স্টোরেজ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রকল্প তৈরিতে ভারতের খরচ ৪৫২৬ কোটি টাকা।**

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নাকি বিরোধী ষড়যন্ত্র, ভাঙড়-খুনে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার চালতাবেড়িয়ায় তৃণমূল নেতা রাজ্জাক খাঁ খুন হওয়ার পর ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছে ভাঙড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ওই তৃণমূল নেতার। ঘটনার নেপথ্যে বিরোধীদের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি সরাসরি শওকতকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেন, 'এই খুন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। শওকতের গতিবিধি খতিয়ে দেখলে সব সামনে আসবে।'

নওশাদের দাবি, রাজ্জাক আগে আরাবুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ থাকলেও পরে শওকতের শিবিরে নাম লেখাতে বাধ্য হন, আর সেখান থেকেই শুরু হয় বিরোধ। তিনি অভিযোগ করেন, 'শওকতের নাম বহু রক্তাক্ত ঘটনার সঙ্গেও জড়িত ছিল। পুলিশ চাইলে তাঁকে জেরা করুক।'

যদিও শওকত পাল্টা বলেন, 'রাজ্জাক জনপ্রিয় ছিলেন, তাই তাঁকে খুন করেছে আইএসএফ ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীরা। ওদের এক বছর আগেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল।' তবে নওশাদ বলেন, রাজ্জাকের পরিবারও বলছে, এটি ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত খুন। তিনি চান, প্রয়োজনে রাজ্যের বাইরে তদন্ত হোক।

এই পরিস্থিতিতে ফুরফুরার পীরজাদা তহ্বা সিদ্দিকির মন্তব্যে বাড়তি গুরুত্ব এসেছে। তাঁর আক্ষেপ, 'সব দলে রাজ্জাকরা মরছে, বড় নেতারা ফায়দা তুলছে। রাজনৈতিক লড়াই হোক, কিন্তু খুনোখুনি নয়।'

এদিকে, তদন্তে নেমে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ ইতিমধ্যেই দু'জনকে আটক করে জেরা করছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি বাইক, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে রাজ্জাকের মোবাইল। পুলিশ জানায়, পাঁচ দুষ্কৃতীর জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে বাইকের নম্বর শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা জানান, 'তদন্ত জোরকদমে চলছে।' গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, 'তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' ভাঙড়ে এই ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

মহাকাশে শুক্লপক্ষের অচিরেই অবসান

ওয়াশিংটন, ১১ জুলাই: ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লদের পৃথিবীতে ফিরে আসার দিন আসন্ন। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) দু'সপ্তাহ কাটিয়ে ফেলেছেন তাঁরা। মহাকাশ থেকে তাঁদের 'আনডকিং' প্রক্রিয়া শুরুর দিন জানাল আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। আগামী সোমবার, ১৪ জুলাই 'আনডক' করবে শুভাংশুদের অ্যাক্সিয়ম-৪।

শুভাংশুদের অভিযান নিয়ে বৃহস্পতিবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন নাসার কমার্শিয়াল ক্রু প্রোগ্রামের ম্যানেজার স্টিভ স্টিচ। তিনি বলেন, 'আমরা মহাকাশ স্টেশনের প্রোগ্রামগুলি নিয়ে কাজ করছি। অ্যাক্সিয়ম-৪-এর অগ্রগতির দিকে নজর রেখেছি। আমার মনে হয়, এ বার অভিযান আনডকের সময় এসেছে। আপাতত আমাদের লক্ষ্য ১৪ জুলাই আনডক করা।'

শোনা যাচ্ছে, ১৪ জুলাই আনডকিং হলে, প্রায় একদিন পর ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে আছড়ে পড়বে শুভাংশুদের নিয়ে আসা মহাকাশযান। একে বলা হয় স্প্ল্যাশডাউন। সুনীতা উইলিয়ামসও যখন পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন, তখন একই পদ্ধতিতে জলে আছড়ে পড়েছিলেন। মাটিতে পড়ে বিস্ফোরণ বা সংঘর্ষ এড়াতেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

সোমবার বিকেল ৪টে ৩৫ মিনিটে স্পেস স্টেশন থেকে রওনা দেবেন শুভাংশুরা। পৃথিবীর বুকে মহাকাশযান নামবে মঙ্গলবার। তারপর কিছুদিন রিহ্যাবিলেশনে থাকবেন তাঁরা। মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ শূন্য অবস্থায় এতদিন থাকার পর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা।

প্রসঙ্গত, ২৬ জুন আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে পৌঁছন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্ল। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে পা রাখলেন। ভারতীয় মহাকাশচারী হিসাবেও তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি। এর আগে ১৯৮৪ সালে উইং কম্যান্ডার রাকেশ শর্মা মহাকাশে গিয়েছিলেন।

এদিকে, ছেলের ঘরে ফেরার জন্য অধীর অপেক্ষা করছেন শুভাংশুর মা-বাবা ও স্ত্রী। শুভাংশুর মা আশা শুক্ল বলেন, 'আমরা খুবই আনন্দিত। যখন আমাদের সন্তান আবার আমাদের কাছে চলে আসবে, তখন আরও আনন্দিত হব। আমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি ও যেন সুরক্ষিতভাবে ফিরে আসে। ব্যান্ড-বাজনা দিয়ে ওঁকে স্বাগত জানাব।' গত ২৫ জুন স্পেসএক্সের 'ড্রাগন' মহাকাশযানে চড়ে আইএসএসের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন শুভাংশু-সহ চার নভশ্চর। প্রথম ভারতীয় হিসাবে শুভাংশুই প্রথম আইএসএস-এ গিয়েছেন। এ বার ফেরার পালা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০০৭৭ নং এফিডেভিট বলে Shaikh Samidul Islam ও Sk Samiduislam S/o. Shaikh Shahadat Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৯১৮ নং এফিডেভিট বলে Parama Nand Prasad S/o. Baharan Prasad ও Pramananda Prosad S/o. Lt. B. Prosad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৮৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Masud Hossain Sarkar S/o. Liyakat Hossain Sarkar R/o. Sargaria, Mahipalpur, Balagarh, Hooghly-712146, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Liyakat Hossain Sarkar ও Liaquat Hossain Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৬৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Rudranath Mitra S/o. Bidyut Kumar Mitra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Rudrakshi Mitra ও Rudrakkhi Mitra D/o. Rudranath Mitra উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১০/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৯২১ নং এফিডেভিট বলে Totan Jana S/o. Bijoy Chandra Jana ও Tatan Jana S/o. B. Jana, Bijay Ch. Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৫৮০ নং এফিডেভিট বলে Uttam Chakraborty S/o. Kanai Lal Chakraborty ও Uttam Kr. Chakraborty S/o. K. L. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৪৯৮ নং এফিডেভিট বলে Ashis Karmakar S/o. Kartick Karmakar ও Asish Karmakar S/o. K. Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৫/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৫৩৬ নং এফিডেভিট বলে Md Selim S/o. Sk Sirajul Haque ও Md Selim S/o. S. Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি গনেশ ঘোষ পিতা- ৺করুন চন্দ্র ঘোষ সাং ডনবস্কো রোড (জলকল) বাঘাডাঙ্গা কৃষ্ণনগর কোতয়ালী নদীয়া, ৮/৭/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফাষ্ট ক্লাস কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিট বলে আমার পিতা করুন চন্দ্র ঘোষ ও করুনা চন্দ্র ঘোষ একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলেন।

নাম - পদবী পরিবর্তন

আমি Sk Monirul গ্রাম-বহরমপুর, পো:- কানানদী, থানা-ধনিয়াখালি, জেলা-হুগলীর বাসিন্দা, গত ইং ১.৭.২০২৫ তারিখের এলডি ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী, চুঁচুড়ার এফিডেভিট বলে আমার পিতা-**Sk Nur Islam (ভুলভাবে নথিবদ্ধ নাম)** ও **Sk Islam (সঠিক নাম)** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল এবং আমি **Sk Monirul** জন্ম তারিখ ০৩/০৭/১৯৯৩ **(ভুলভাবে নথিবদ্ধ)** ও **Sk Monirul** জন্ম তারিখ ১২/০৩/১৯৯৫ **(সঠিক)** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

নাম - পদবী পরিবর্তন

আমি গত 03/07/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, দঃ ২৪পরগণা কোর্টে 13386 নং এফিডেভিট বলে আমি **Dhruba Chakraborty** S/o. Surendra Kr. Chakraborty & Shyamangini Chakraborty R/o. 669, Balagarh Road, Chinsurah, Hooghly-712103 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পরচায় (যাহার জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বলাগড়, ব্লক মগরা-চুঁচুড়া, খতিয়ান নং ৫২২, দাগ নং ১৫৫৪), আমার নাম **Dhrubaranjan Chakraborty** S/o. Surendramohan লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। **Dhruba Chakraborty** & **Dhrubaranjan Chakraborty** S/o. Surendra Kr. Chakraborty/ SK Chakraborty/ Surendramohan Chakraborty/ Surendramohan and Shyamangini Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে শ্রী অরুনাভ গাঙ্গুলী পিতা ঁঅজিত গাঙ্গুলী সাং সুভাষ নগর, খরদাহ, কলিকাতা - ৭০০ ১১৫ শিবাচল, নিমতা প্রেমিসেসস্থিত অর্করাগ অ্যাপার্টমেন্ট, কলিকাতা - ৭০০ ০৫১, পঞ্চম তলে, উত্তর-পূর্বে তাহার একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় করিবার জন্য ঘোষনা করিয়াছেন, ইহাতে কাহারো কোনোও অভিযোগ থাকিলে, নিম্ন ঠিকানায় ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্যকর হইবে।

প্রসূন বরণ দাশ
এ্যাডভোকেট
3/5, Neogipara Road, Baranagar, 24Pgs.(N), Kol - 36,
মোবাইল : ৯০৫১৭৪৫৫০৩ / ৭২৭৮১৬০২৭৮

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

(১) গোপাল দত্ত, পিতা- নিরাপদ দত্ত, সাং- দীননাথ ব্যানার্জী লেন পো:+থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২০১, (২) মুক্তি দত্ত, স্বামী- গোপাল দত্ত, সাং- দীননাথ ব্যানার্জী লেন পো:+থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২০১, গত ইংরাজী ৩০/০৯/২০১৯ তারিখে জেলা- নদীয়া এ.ডি.এস.আর. রানাঘাট ০১ নং অফিস হইতে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৬৪৭, ৬৬৪৮ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রেতা (১) বর্ণালী সাহা, স্বামী- পুলক কুমার সাহা, সাং- ৪৩ নং বলাইদাস চ্যাটার্জী রোড, হাকিমপাড়া, পো:+থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০১, (২) রত্না কুন্ডু ওরফে দোলন কুন্ডু, পিতা- স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ কুন্ডু, সাং- ৫৯ জি.এন.পি.সি. রোড, দে চৌধুরীপাড়া, পো:+থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২০১ এর পক্ষে তাহাদের স্বত্ব দখলীয় রেকর্ডভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ৩০/০৭/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর রানাঘাট- ১ নং অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ২২৪ নং আমমোক্তার ও স্বয়ং (৩) সংরণ কুন্ডু, পিতা- ৺দ্বারিকানাথ কুন্ডু, সাং- ৫৯ জি.এন.পি.সি. রোড, দে চৌধুরীপাড়া, পো:+থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২০১ হইতে জেলা- নদীয়া, থানা- রানাঘাট- ১ নং অফিস হইতে এ.ডি.এস.আর রানাঘাট- ১ নং অফিস সামিল ১৫৫ নং রানাঘাট মৌজা অন্তরভুক্ত আর.এস দাগ ১৯৫৮, এল.আর.এস দাগ ৫৫৯৮, আর.এস খতিয়ান ১৭০, এল.আর খতিয়ান ২৩৯, ৯৬২৫, ৯৬২৪ ও ৪০১২৮ এত খতিয়ান ভুক্ত হইতে (৫০০+৫০০) মোট ১০০০ বর্গফুট জমি ক্রয় করে। উক্ত সম্পত্তি জেলা- নদীয়া বি.এল.ও এল.আর.ও রানাঘাট- ১ অফিস হইতে ক্রেতাদ্বয় নিজ নামে নামপত্তন করিবেন। ইহাতে যদি কাহারো কেনোরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্য বি.এল.ও এল.আর.ও রানাঘাট- ১ নং অফিসে উপযুক্ত নথিসহ আপত্তি দাখিল করবেন অন্যথায় একতরফা আদেশ প্রচার করা হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **(১) শ্যামল কুমার বিশ্বাস**, পিতা- লক্ষীকান্ত বিশ্বাস, **(২) দিপালী বিশ্বাস**, স্বামী শ্যামল কুমার বিশ্বাস বিগত ইংরাজী ২৯-০৬-২০০৪ তারিখে বারাসাত জেলা নিবন্ধন অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০০৫১৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **(১) দুলাল কান্তি ঘোষ, (২) শ্রীমতী অমিয় প্রভা ঘোষ, (৩) শ্রী বাবুল কান্তি মহাজন, (৪) শ্রীমতী যুথী রানী মহাজন** মালিকগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার **শ্রী তাপন হালদার** মহাশয়ের নিকট হইতে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ১২ বর্গফুট জমি খরিদ করেন, যাহার **মৌজা- পশ্চিম ইছাপুর**, জে.এল নং ২৯, এল.আর. ৮৫৭/২, ৮০/১, ১১৭০/২ এবং ১৫০৬/৪ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর. ১২০১ এবং ১২১০। যদি কারোর আপত্তি থাকে, তাহা হলে ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. বারাসাত অফিসে যোগাযোগ করুন।

কেকা দাস (এ্যাডভোকেট)
বারাসাত জাজেস কোর্ট, মো: ৬২৯০৪৬৮৪৪৮

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

মোঃ জানারুল হক, পিতা- আবুল কাশেম, সাং পোঃ ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা-মুর্শিদাবাদ। গত ইং 12/03/2024 তারিখে বেলডাঙ্গা A.D.S.R অফিসে I-2565 নং আমমোক্তার দলিলমূলে ১) আবুল কাশেম ওরফে ফজল সেখ পিতা- আব্দুস সালাম ২) নুরজাহান বিবি স্বামী-আবুল কাশেম সেখ সাং পোঃ ও থানা- বেলডাঙ্গা ...

ঘোষণাপত্র

... মালিক শ্রীমতি অনিতা চ্যাটার্জী তাহার স্বামীকে অর্থাৎ শৈলেন্দ্র কুমার চ্যাটার্জী ওরফে শৈলেন কুমার চ্যাটার্জী কে এই ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করার জন্য জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি ক্ষমতা প্রদান করেন। বর্তমানে জমিটি শ্রী শৈলেন্দ্র কুমার চ্যাটার্জী ওরফে শৈলেন কুমার চ্যাটার্জী ও শ্রীমতি অনিতা চ্যাটার্জীর নামে রেকর্ড রহিয়াছে। এক্ষণে এই জমিটির রেকর্ডটি শ্রী শৈলেন্দ্র কুমার চ্যাটার্জী ওরফে শৈলেন কুমার চ্যাটার্জী ও শ্রীমতি অনিতা চ্যাটার্জীর থেকে কেটে গিয়ে ১) ছানুয়ারা বিবি সেখ এর নামে রেকর্ড হবে।

ফ্ল্যাট বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলদ্বয় **শ্রী অনিল কুমার বড়ুয়া** এবং **শ্রীমতী দীপা বড়ুয়া** উভয় সাকিম ৩২৯ নং আতপুর, নুতনপল্লী, পো: শ্যামনগর, থানা জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং ৭৪৩১২৭ নিবাসী (মোবাইল নং 8420275287), তাহাদের তফশিলি উপজাতি বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য এতদ্বারা সকল Schedule Tribe (S/T) ব্যক্তিগন এর কাছে আবেদন জানাইতেছেন যে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর থানা ও মৌজার অধীন জে. এল. নং ১৩, শ্রীরামপুর পৌরসভার অধীন ৭ নং ওয়ার্ডের ১১৪/ভি/ ১ নং হোল্ডিং ভুক্ত নেতাজী সুভাষ এ্যাভিনিউ রোডে, ২২৪৩, ২৮৯২, ও ২৬৪৩ নং আর.এস. খতিয়ান ভুক্ত এল.আর ৬৮৫৪, ২৫৭৫৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ৩৪০৭, ৩৪০৮, ও ৩৪৩৯ নং দাগে ০৭ কাঠা ১২ ছটাক বাস্তু জমির উপর 'মে ফেয়ার শিভম' নামক ৫তলা ফ্ল্যাটের ৫ম তলে ২৪ বছরের পুরানো লিফ্ট বিহিন ৫১১ নং ফ্ল্যাট, যাহার সুপার বিল্ট এরিয়া ৬২৬ বর্গফুট হইতেছে। উক্ত ফ্ল্যাটটির সর্ব্বচ বাজার মুল্য ধার্য্য হইয়াছে ৮,৫০,০০০/- টাকা। যদি কোন Schedule Tribe (S/T) ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে চান, তবে এই বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক বিক্রয় লেনদেন নিস্পত্তি হইবে।

ইতি- **অশোক কুমার পাল (উকিলবাবু),**
চুঁচুড়া কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনগনকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বিঃএল এ্যান্ড এল.আর অফিসে নিম্নলিখিত ''ল, ক্লার্কসগন কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ''ল, ক্লার্কস রাজ্য কাউন্সীল অফিস শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তলা) ১ নং বেলেঘাটা রোড। কোলকাতা-৭০০০১৪। ঠিকানায় তাঁহাদের নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় কাউন্সীল অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন।

১) জেলা-ঝাড়গ্রামঃ- থানা- সাঁকরাইল- বিকাশ হেমরম।
২) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর- থানা- খড়গপুর লোকাল- অনিমেষ সিংহ, অতনু সুর। থানা- কোতয়ালী, মেদিনীপুর সদর- শুভদীপ ভট্টাচার্য্য, থানা- ডেবরা, বাপ্পা ভট্টাচার্য্য।
৩) জেলা- পূর্ব মেদিনীপুরঃ—থানা- খেজুরী, অচিন্ত্য দাস।

A.I.L.C.F
West Bengal State
Adhir Manna
President
10-07-2025

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রী **রামধন মাহাতো** পিতা ৺সীতারাম মাহাতো সাকিম ময়নাডাঙ্গা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয় বিগত ইং ০৭/০৯/১৯৯৮ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০৫/১৯৯৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী ...

।। নোটিশ ।।

In the Court of Ld. Fast Track Court III at Howrah
Mat Suit No. 1016/22
Soumi Paul ....Petitioner
-VS-
Avi Paul .... Respondent

মোকাম Fast Track Court III আদালত হাওড়া, মাননীয় বিচারপতির আদেশ নং ০৮ তারিখ ০৭.০৯.২০২৪ অনুযায়ী স্থানীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে নোটিশ জারী করিবার আদেশ দান করিয়াছেন, উক্ত মামলার বিবাদী **অভি পাল**, পিতা- ভোলা পাল, বয়স-২৭ বৎসর, নিবাস-২৭/৪২, বি.কে. পাল টেম্পল রোড, বেলুড় মঠ, থানা-বেলুড়মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, বিবাদীকে এই নোটিশ জারী করিবার মাধ্যমে অবহিত করা যাইতেছে যে, উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে মাননীয় বিচারপতির সম্মুখে নিজে উপস্থিত হইয়া অথবা তার নিযুক্ত, আইনজীবি দ্ধারা তার বক্তব্য পেস করিবেন, উক্ত মামলার পরবর্তী শুনানী তারিখে ধার্য্য করা হইয়াছে, উপস্থিত না হইলে একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য হইবে।

By Order of
Add. District & Sessions Judges
F.T.C.-III, Howrah

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই জুলাই। শনি বার, ২৭ শে আষাঢ়। দ্বীতিয়া তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে চতুষ্পাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর ছারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধ্য। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হাবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বৃদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন।

বিজ্ঞপ্তি

... থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০। ....দরখাস্তকারীগণ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে অধুনামৃত পার্থ পোড়েল, পিতা স্বর্গীয় শিব প্রসাদ পোড়েল, মৃত্যুকালের ঠিকানা-সাহাপুর, তারকেশ্বর, পোষ্ট ও থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, তিনি গত ইংরাজী ১২/০২/২০২৩ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবদশায় বিভিন্ন কোম্পানীর কিছু শেয়ার তিনি ক্রয় করেন। তাহার উত্তরাধিকারী বিধায় অত্র দরখাস্তকারীগণ Succession Certificate এর নিমিত্ত উপরিউক্ত Succession Case ফাইল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আইনানুযায়ী বিচার হইবে।

তপশীল

(information as on 21.04.2023 of the Equity Shares hold by Late Partha Porel)

Company Name	ISIN No.	Available Quantity	LTP/NAV	Valuation
ADANI WILMAR LIMITED EQ NEW FV RE.1/-	INE699H01024	65.00	411.50	26747.50
INDIA PESTICIDES LIMITED EQ NEW FV RE.1/-	INE0D6701023	109.00	222.20	24219.80
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED EQ	INE242A01010	15.00	78.20	1173.00
INDIAN CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED EQ NEW FV	INE335Y01020	25.00	601.75	15043.75
ITC LIMITED EQ NEW FV RE.1/-	INE154A01025	14.00	400.30	5604.20
TATA MOTORS LIMITED EQ NEW FV RE.2/-	INE155A01022	10.00	476.80	4768.00
VODAFONE IDEA LIMITED EQ	INE669E10116	400.00	6.05	2420.00

দরখাস্তকারীগণের পক্ষে
Barnali Ghosh
এ্যাডভোকেট

আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভুয়ো আধার কার্ডে ঢুকতে চেয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ামে, কলকাতায় ধৃত বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আধার কার্ডে ছেলে-মায়ের বয়সের ব্যবধান মাত্র ছয় বছর! অদ্ভুত তথ্য দেখে সন্দেহ জাগে গোয়েন্দাদের, আর তাতেই ফাঁস হয়ে যায় এক বাংলাদেশির ভারতে চোরাপথে অনুপ্রবেশ ও জাল নথি তৈরির চক্র। ধৃতের নাম আজিম শেখ, যার বিরুদ্ধে এখন তদন্ত চালাচ্ছে সেনা গোয়েন্দা ও কলকাতা পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের খুলনার কালিয়া গ্রামের বাসিন্দা আজিম বছর দুয়েক আগে দালালের সাহায্যে সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর ২৪ পরগনায় ঢোকে। প্রথমে বনগাঁ, তারপর কলকাতার গার্ডেনরিচে এক প্রায় পরিত্যক্ত আবাসনে থাকার বন্দোবস্ত করে দেয় দালাল চক্র। নিজেকে শ্রমিক পরিচয়ে কাজ শুরু করে সে। এরপর নিজের নামে একটি ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করে। শুধু তাই নয়, মাকেও খুলনা থেকে চোরাপথে এনে তাঁর নামে তৈরি করে আরও একটি জাল আধার কার্ড। এই দুই কার্ডেই জন্মতারিখ এমনভাবে দেওয়া হয়, যাতে মা ও ছেলের মধ্যে বয়সের পার্থক্য মাত্র ছয় বছর!

সম্প্রতি ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন এলাকায় পরপর তিন দিন আজিমকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। এমনকী, বিভিন্ন অজুহাতে সে সেনা সদর দপ্তরের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টাও করে। সেনার সিসিটিভি ফুটেজে এই গতিবিধি ধরা পড়ার পর গোয়েন্দারা নজরদারি শুরু করেন। শেষে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একাধিক ভুয়ো আধার কার্ড উদ্ধার হয়। তার মায়ের নামেও একটি কার্ড পাওয়া গেলেও, মহিলা এখনও অধরা।

সেনা ও পুলিশের যৌথ তদন্তে এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে, আজিম শুধুই কৌতূহলী, নাকি এর পিছনে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে। তার মোবাইল ফরেনসিক পরীক্ষায় উঠে আসতে পারে বড় কোনও চক্রের সন্ধান। তদন্তকারীরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন; গোটা বিষয়টি নিছক কৌতূহলের বশে ঘটেছে, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই।

বিধাননগর পুরসভার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বোস, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত অভিনেত্রী গার্গী রায় চৌধুরী সহ বিধাননগর পুরসভার পুর প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। ছবি:অদিতি সাহা

রোজগার মেলায় ৫১ হাজার নিয়োগপত্র দেবেন প্রধানমন্ত্রী, ১২ জুলাই দেশের ৪৭টি স্থানে কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের রোজগার মেলার আওতায় আজ ১২ জুলাই সকাল ১১টা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫১ হাজারেরও বেশি নবনিযুক্ত যুবক-যুবতীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে তিনি নতুন কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণও দেবেন।

রোজগার মেলা কর্মসংস্থানের ওপর প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ, যা দেশের যুবসমাজকে ক্ষমতায়ন ও জাতীয় উন্নয়নে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই মেলার মাধ্যমে সারা দেশে ১০ লক্ষেরও বেশি নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। এবারের ১৬ তম রোজগার মেলা দেশের ৪৭টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আয়োজিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে এই নিয়োগ করা হচ্ছে। নবনিযুক্ত কর্মীরা রেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ডাক বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ, শ্রম মন্ত্রকসহ একাধিক দপ্তরে যোগ দেবেন।

শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড মেট্রো চালু হতে পারে নমোর হাত ধরে, জল্পনা তুঙ্গে শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১৮ জুলাই রাজ্যে সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেই সফরের সময়েই এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর নতুন অংশটি উদ্বোধনের সম্ভাবনা ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও সরকারি কর্মসূচির তালিকায় এই উদ্বোধনের কথা নেই, তবু রেলমন্ত্রক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আবেদন পাঠিয়েছে, যাতে এই যাত্রা মোদির হাত দিয়েই শুরু হয়।

কলকাতা মেট্রো সূত্রে জানা যাচ্ছে, বহু প্রতীক্ষিত এই ২.৪ কিমি সুড়ঙ্গপথের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সিআরএস অনুমোদন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। একবার এই অংশ খুলে গেলে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত একটানা মেট্রো যোগাযোগ সম্ভব হবে। এতে প্রচুর যাত্রী উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছর অরেঞ্জ লাইন চালু হওয়ার পর যে বিলম্ব দেখা গিয়েছিল, তা এবার যেন না হয়, সেই চেষ্টাতেই তৎপর রেল। ফলে এবারের পুজোর আগেই শহরবাসীর হাতে মেট্রোর এই নতুন উপহার আসতে পারে। এখন শুধু প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত সম্মতির অপেক্ষা।

লড়াই করে তিরিশ পার, দুর্বারের ৩০ বছরের পথচলার উদ্‌যাপন রবীন্দ্র কাননে

নিজস্ব প্রতিবেদন: যৌনকর্মীদের অধিকারের পক্ষে তিন দশকের নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের স্মারক অনুষ্ঠান। ১২ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত উত্তর কলকাতার রবীন্দ্র সরণির রবীন্দ্র কানন পার্কে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির (ডিএমএসসি) ৩০ বছরের পথচলার উৎসব। প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত চলবে এই মেলা ও অনুষ্ঠান। উদ্বোধন হবে ১২ জুলাই সকাল ১১টায়। এই চারদিনের উৎসবে উদ্‌যাপিত হবে যৌনকর্মীদের জীবন ও জীবিকা। থাকছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্যানেল আলোচনা, যৌনকর্মী ও ট্রান্সজেন্ডারদের ফ্যাশন শো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রান্না ও হস্তশিল্পের স্টল, এবং শিশুদের জন্য বিশেষ গেমস। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৩০ জন যৌনকর্মী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা যৌথভাবে উৎসবের সূচনা করবেন। বিভিন্ন দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিনোদন ও লাইফস্টাইল দুনিয়ার খ্যাতনামা তারকারাও।

বিএসকে-র ১০০০ কোটি টাকার লেনদেন ছাড়াল, 'ডিজিটাল বাংলা'র জয়গান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানে ঐতিহাসিক সাফল্য পশ্চিমবঙ্গের। রাজ্যের বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলির ই-ওয়ালেট পরিষেবার মাধ্যমে মোট লেনদেন ১০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেল। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেল-এ এই তথ্য জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি লিখেছেন, বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলি অল্প সময়েই তাদের ই-ওয়ালেট ব্যবস্থার মাধ্যমে ১০০০ কোটির পরিষেবা লেনদেন অতিক্রম করেছে। এই কৃতিত্ব রাজ্যের ডিজিটাল পরিষেবা মডেলের দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং মানুষের আস্থার প্রতিফলন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বিএসকে-র মাধ্যমে বৃত্তি, শংসাপত্র, স্বাস্থ্য ও আবাসন সংক্রান্ত নানান দপ্তরের পরিষেবা পাচ্ছেন। এই কেন্দ্রগুলি সাধারণ মানুষের দরজায় ডিজিটাল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার রূপরেখা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১২ জুলাই ২০২৫, ২৭ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার

গ্রিন লাইনে মেট্রো বিভ্রাট

■ সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসের সকালে ফের বিপাকে শহরবাসী। শুক্রবার সকালে গ্রিন লাইন ১-এ আচমকা মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়লেন যাত্রীরা। সকাল ৭টা থেকে এই লাইনে স্বাভাবিক পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। শুধুমাত্র সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে চলাচল। প্রতিদিন সকালেই বহু যাত্রী, বিশেষ করে অফিসযাত্রীরা শিয়ালদহমুখী মেট্রোর উপর নির্ভর করেন। কিন্তু পরিষেবা হঠাৎ করে আংশিক হয়ে যাওয়ায় এদিন তাঁদের অনেকে বাধ্য হয়ে বিকল্প পরিবহণের খোঁজে ছোটেন। মেট্রো স্টেশনগুলিতে দেখা যায় হতাশ ও ক্ষুব্ধ যাত্রীদের ভিড়। অবশেষে সকাল ৮টা ৪০ মিনিট নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ফের শিয়ালদহ পর্যন্ত মেট্রো চলাচল শুরু করে। কিন্তু তার আগেই কর্মব্যস্ত শহরের যাত্রীদের দিনটা শুরু হয় ভোগান্তির মধ্য দিয়ে। নিয়মিত বিভ্রাট নিয়ে ক্ষোভও বাড়ছে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে।

চাকরির নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার

■ ফের চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গ্রুপ ডি-তে চাকরি দেওয়ার নাম করে এক দু'লক্ষ নয়, কোটি টাকার প্রতারণা করা হয়েছে বলেই অভিযোগ। আর এই প্রতারণায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই সল্টলেকে উত্তর থানার হাতে গ্রেপ্তার মালদার বাসিন্দা সুকুমার মণ্ডল।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২৪-এর ২০ সেপ্টেম্বর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট উত্তর থানায় অভিযোগ করে, কোনও এক ব্যক্তি একটি জয়েনিং লেটার নিয়ে বন দপ্তরে যান। সেখানে তিনি ওই চিঠি দেখানোর পর জানতে পারেন চিঠিটি ফেক। এর পরই উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে মালদার বাসিন্দা সুকুমার মণ্ডল দীর্ঘ দু'বছর ধরে এই ভাবে প্রতারণা করে চলেছে। এরপর তাকে নারায়ণপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার প্রাক্তন মন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক

■ ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী রচপাল সিংহের আপ্ত সহায়ক ধীরাজ সরকারকে। এরপর তাকে আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয় বারাসাত আদালত। পুলিশ সূত্রে খবর, গত বুধবার বাগুইআটির বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ সাহা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে জানান, বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্কের কাছে বাড়ি বিক্রির নামে তাঁর কাছ থেকে ধাপে ধাপে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা নেয় ধীরাজ। এর পাশাপাশি সরকারি টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার নামেও প্রতারণা করেন বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে বাড়ি না পেয়ে টাকা চাইতে গেলে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে। এই ঘটনারই প্রেক্ষিতে অন্য উপায় না পেয়ে বাগুইআটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ইন্দ্রজিৎ সাহা। শুক্রবার ভোর রাতে অশ্বিনী নগর ফয়রাভবনের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। এরপরই এদিন তাকে বারাসাত আদালতে পেশ করা হয়।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

■ জগন্নাথ দেবের প্রাসাদ দেওয়া নিয়ে প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সব্যসাচী দত্ত ঘনিষ্ঠ পঞ্চায়েত সদস্যরা পেলেন না প্রসাদ। বঞ্চিত এলাকার মানুষ। তৃণমূল নেতা শাহ আলমের নেতৃত্বে পঞ্চায়েত সদস্যরা অভিযোগ জানাল রাজারহাট বিডিও অফিসে। অভিযোগ, রাজ্য সরকারের পাঠানো ভগবান জগন্নাথ দেবের প্রসাদ নির্দেশ ছিল সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার। কিন্তু সেই প্রসাদ রাজারহাট বিডিও দপ্তর হয়ে জ্যাংড়া হাতিয়াড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে পৌঁছলেও, তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত ঘনিষ্ঠ প্রায় ছয় থেকে আট জন পঞ্চায়েত সদস্য ছাড়া বাকি সদস্যরা নিজেদের এলাকায় মানুষের বাড়ি বাড়ি প্রসাদ পৌঁছে দিয়েছে।

রেলের লোগো-সহ সরকারি প্রতীক ব্যবহার

তৃণমূল ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে তদন্তের আর্জি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একের পর এক কুকীর্তি ক্রমশ ফাঁস হচ্ছে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন আহ্বায়ক শুভরঞ্জন সিংয়ের। প্রসঙ্গত, গণপতি এন্টারপ্রাইজের নামক সংস্থার আড়ালে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, পাসপোর্ট-সহ একাধিক নথি সরবরাহ করার অভিযোগ টুইট করে প্রকাশ্যে এনেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। পাশাপাশি ওই ছাত্র নেতা নিজেকে ভুয়োভাবে ' ইস্টার্ন রেলওয়ের প্যানেল রিক্রুটার' বলেও দাবি করেছেন, সেটাও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে প্রকাশ্যে এনেছেন বিজেপি নেতা। শুধু তাই নয়, শাসকদলের ওই ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। জাতীয় প্রতীক-সহ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে লোগোর অপব্যবহার করার অভিযোগও উঠেছে ওই ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে। ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে

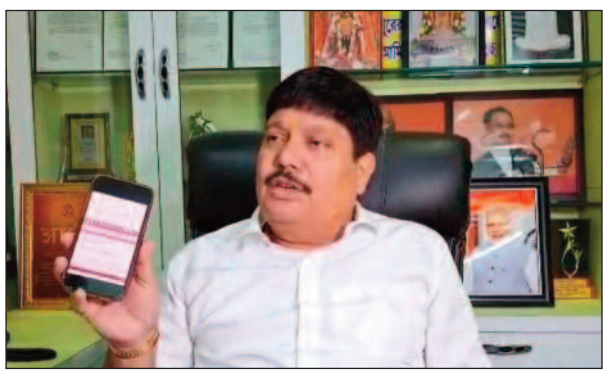

তদন্ত চেয়ে রেলওয়ে বোর্ড এবং ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে চিঠি-ও পাঠিয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। শুক্রবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে 'প্যানেল নিয়োগকারী' হিসেবে নিজেকে দাবি করেছেন তৃণমূলের ওই ছাত্র নেতা। তাই রেলওয়ে বোর্ডের এই বিষয়ে তদন্ত করা উচিত। তাঁর অভিযোগ, কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কিছু অফিসার অনেক বছর ধরে চাকরি করছেন। ওদেরকে অন্যত্র পোস্টিং-ও দেওয়া হয় না। তাঁরা ওখানে 'নেক্সাস' তৈরি করে রেখেছে। চাকরি পাইয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে অকশানের নামে ওয়ার্কশপ থেকে লোহা চুরি সবই চলছে। প্রাক্তন সাংসদ জানান, তৃণমূল ছাত্র নেতার নামে রেলওয়ে বোর্ডে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তৃণমূল ছাত্র নেতা শুভরঞ্জন সিংয়ের দাবি, গণপতি এন্টারপ্রাইজ নামে তাঁর কোনও সংস্থা নেই। এই ধরনের প্যাড তিনি ব্যবহার করেননি। ওটা সম্পূর্ণ ফেক। ওটা এডিটিং করা। তাঁর সই নকল করে প্যাড ছাপানোর অভিযোগে তিনি ২০২৫ সালের ৬ জানুয়ারি জগদ্দল থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন।

মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' বলা লজ্জাজনক

ড. মাহাতোকে অপসারণের দাবি শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অনার্সের ষষ্ঠ সেমিস্টারের প্রশ্নপত্রে মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেওয়া নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, এই প্রশ্ন শুধু ঐতিহাসিক সত্য বিকৃতি নয়, মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অপমান। তিনি বলেন, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ২০২৩ সালেও একই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. নির্মল কুমার মাহাতোর তত্ত্বাবধানে। এবার ফের এই প্রশ্ন উঠে এল। এটা ভুল নয়, এটা চক্রান্ত। এর পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক মদত।

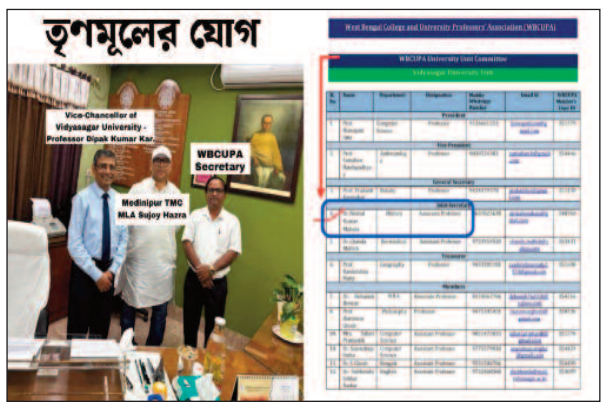

শুভেন্দুর অভিযোগ, ড. মাহাতো তৃণমূল অনুমোদিত অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপা-র সদস্য। ২০২৩-এর ঘটনার পর তাঁর কোনো শাস্তি হয়নি, বরং তাঁকে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে, তৃণমূলের প্রশ্রয়েই এই অবমাননাকর কাজ চলছে। বিরোধী নেতা উল্লেখ করেন, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে জেলাশাসক পেডি, ডগলাস এবং বার্জকে হত্যা করেছিলেন বিমল দাশগুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, অনাথবন্ধু পাঁজা প্রমুখ সাহসী বিপ্লবীরা। কেউ শহিদ হন, কেউ কারাবন্দি হন, কেউ ফাঁসির দড়িতে শহিদ হন। তাঁদের এই আত্মত্যাগ ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। অথচ আজও তাঁদের 'সন্ত্রাসবাদী' বলা হচ্ছে? তিনি প্রশ্ন তোলেন, ইংরেজরা যাদের 'আতঙ্কবাদী' বলত, আজ স্বাধীন ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হচ্ছে? কী সাহসে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক বিপ্লবীদের গাল দিচ্ছেন? উপাচার্য চুপ কেন?

শেষে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমি অবিলম্বে ড. মাহাতোর অপসারণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রাজনৈতিক দখলদারির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মান কোনো ভারতীয় সহ্য করবে না।

সিনেমায় সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার নামে নাবালিকার শ্লীলতাহানি, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রূপোলি পর্দায় নায়িকা বানানোর স্বপ্ন দেখিয়ে দিনের পর দিন এক নাবালিকাকে নগ্ন করে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। এভাবেই টানা তিন বছর ধরে যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে কলকাতার নেতাজি নগরের দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম নেহা আনসারি ওরফে নেহা আনসারি খাতুন (২৮) ও সইদুল ইসলাম (৩১)। ধৃতদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে পকসো ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত নেহা এবং সইদুলের বিরুদ্ধে অতীতে এই ধরনের অভিযোগ রয়েছে কিনা, তদন্তে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের অনুমান, শুধু দু'জন নয়, এর পিছনে কোনও চক্র জড়িত থাকতে পারে। এই চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নেতাজি নগরের পল্লিশ্রী এলাকায় একটি

অভিজাত অ্যাপার্টমেন্টে থাকত তারা। সিনেমায় সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভনে পা দেয় ওই নাবালিকা। পুলিশকে লিখিত অভিযোগে নির্যাতিতা জানিয়েছে, ২০২২ থেকে এই ঘটনার শুরু। টানা তিন বছর ধরে নেহা এবং সইদুলের যৌন নির্যাতনের শিকার সে। জোর করে তার জামা খুলিয়ে, নগ্ন অবস্থায় ছবি তোলা থেকে শুরু করে ভিডিও করাও হয়েছে। শুধু তাই নয়, যৌন হেনস্তা করা হয় বলেও অভিযোগ।

এরপর গত ৮ জুলাই এ ব্যাপারে নেতাজি নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকা। পুলিশকে সে জানিয়েছে, ঘটনার অভিঘাতে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। তাই অভিযোগ জানাতে দেরি হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে এক পুলিশ কর্তা জানান, 'এসব ক্ষেত্রে সাধারণত লোকলজ্জার ভয়ে অনেকসময়ই নির্যাতিতারা থানায় আসে না। ফলে প্রতারকরাও আবার নতুন টার্গেট বেছে নেয়।'

৯৩ কোটি টাকার প্রতারণা-কাণ্ডে মুকুন্দপুরে হানা ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শেয়ার বাজারে লোভনীয় মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফোন। এরপর ৯৩ কোটি টাকার প্রতারণা। এমনই অভিযোগ কলকাতার এক সংস্থা এবং তার কর্ণধারের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারী দিল্লির এক দম্পতি। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মুকুন্দপুর এলাকায় শুক্রবার সকাল সকাল হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

সূত্রে খবর, দিল্লির এক দম্পতি সেবি বা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ সেবি-র কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। তাঁদের অভিযোগ, কলকাতার সংস্থা বিআরএইচ ওয়েলথ ক্রিয়েটর -এর তরফে একাধিক ফোন পান সম্প্রতি। সেখানকার কর্মীরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মোটা অঙ্কের লাভের আশ্বাস দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু শেয়ার কেনার জন্য প্ররোচনা দেন।

বিআরএইচ ওয়েলথ ক্রিয়েটর -এর মূল কর্ণধার মুরুগেশ দেবসারিয়া। কোম্পানিটি ২০০৪ সালে রেজিস্টার করা হয়। এর অফিস ছিল কলকাতার তপসিয়া এলাকায়। এই চক্রের কাজ ছিল মূলত ফোন নম্বর জোগাড় করে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের নিশানা করা। পরে দিল্লির এই দম্পতি বুঝতে পারেন, তাঁরা প্রতারণার শিকার। এরপর অভিযোগে দম্পতি জানান, সংস্থাটি তাঁদের কাছ থেকে সাড়ে ৩ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। পরে তদন্তে উঠে আসে, শুধু তাঁদেরই নয়, এই একইভাবে বাজার থেকে প্রায় ৯৩ কোটি টাকা তুলেছে ওই সংস্থা।

এবার জমি হাঙরদের থাবা কাউগাছির অম্বিকা পল্লিতে, চলছে পুকুর ভরাটের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। কিন্তু সেই হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই দিব্যি পুকুর ভরাটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এক শ্রেণির জমি হাঙরেরা। এবার জমি হাঙরদের থাবা জগদ্দল বিধানসভার কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকা পল্লিতে। অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শেখ লালুর গোলার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে নোংরা আবর্জনা ফেলে চলছে পুকুর ভরাটের কাজ। অথচ উদাসীন প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের মদতেই ওই পুকুর ভরাট করা হচ্ছে। এলাকা থেকে সংগৃহীত ময়লা আবর্জনা পঞ্চায়েতের তরফে ওই পুকুরে ফেলা হচ্ছে। আর তা থেকে দূষণ ছড়াচ্ছে। পুকুর ভরাট নিয়ে কাউগাছি-১ পঞ্চায়েতের প্রধান সমীর চক্রবর্তী বলেন, কাউগাছি-১ কিংবা ২ পঞ্চায়েতের নিজস্ব কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই। দক্ষিণ হাসিয়াতে এক বিঘের মতো জমি কেনা হয়েছে। সেখানে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। আপাতত, পঞ্চায়েত এলাকা থেকে সংগৃহীত ময়লা আবর্জনা কাউগাছির আদিবাসী পাড়ায় ফেলা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ওটা পুকুর নয়, একটা ডোবার মতো। ওখানে এলাকার লোকজন দিনের পর দিন ধরে নোংরা ফেলছে। কাউগাছি-১ পঞ্চায়েতের কোনও নোংরা ওখানে ফেলা হয় না। যেহেতু কাউগাছি-২ পঞ্চায়েত লাগোয়া ওই এলাকা, তাই কাউগাছি-২ পঞ্চায়েতের নোংরা আবর্জনা হয়তো ওখানে ফেলা হচ্ছে।

কলেজ ফেস্টে মদের আসর ও চটুল নাচ, এটাই তৃণমূলের শিক্ষানীতি, কটাক্ষ রাজ্য বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলঘরিয়া: বেলঘরিয়ার ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজের ফেস্টে মদের গ্লাস হাতে চটুল হিন্দি গানে উত্তাল নাচের ভিডিও সামনে আসতেই বিতর্কে জড়ালেন কামারহাটির ছাত্রনেতা ও তৃণমূল কর্মী রানা বিশ্বাস। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রানা বিশ্বাস মদের গ্লাস হাতে উল্লাসে মাতোয়ারা, পাশে একদল তরুণী নাচছেন, চলছে অশালীন গানের তালে উদ্দাম ভঙ্গিমা। এই দৃশ্য ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে রাজ্য বিজেপি। বিজেপির মুখপাত্র বলেছেন, এই হচ্ছে তৃণমূলের অধীনে রাজ্যের শিক্ষার আসল ছবি। কলেজ এখন লেখাপড়ার জায়গা নয়, বরং মদের আসর, নাচগান আর অনৈতিক কাজের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের প্রশ্রয়েই এইসব চলছে।

বিজেপির কটাক্ষ, যে কলেজ থেকে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব গড়ে ওঠার কথা, সেখানেই এখন চলছে তৃণমূলের ছত্রছায়ায় অপসংস্কৃতির প্রদর্শনী। মদ্যপ অবস্থায় ছাত্রনেতা নাচছেন; এটাই কি বাংলার শিক্ষার নতুন আদর্শ? তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং অভিযুক্ত ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য রাজ্যপাল ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপও চেয়েছে বিজেপি।

নিম্নচাপ সরলেও সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখার জেরে বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে গিয়ে নিম্নচাপ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক। তারপর এটি খুব ধীরে ধীরে ঝাড়খণ্ড পেরিয়ে উত্তর ছত্তিসগঢ়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা আগেই জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে এতে বৃষ্টির হাত থেকে এখনই রেহাই পাচ্ছে না দক্ষিণবঙ্গ। কারণ, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা-সহ চারটি অক্ষরেখা রয়েছে এবং তিনটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে দেশজুড়ে। ফলে নিম্নচাপ ঝাড়খণ্ডে সরলেও 'স্ট্রং মনসুন ফ্লো' রয়েছে। তাই বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে।

এর মধ্যে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে যে মৌসুমী অক্ষরেখা রয়েছে তা বেশ শক্তিশালী। আর তার জেরে বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে। তবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৮৯ থেকে ৯৮ শতাংশের মধ্যে। ফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমের হাত থেকে এখনই রেহাই মিলছে না। এদিন সকালে শহর কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টি হয়েছে ১৭.২ মিলিমিটার। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হলেও তার পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। রবিবার আবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ সামান্য বাড়বে।

সোমবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তবে হবে মূলত পুরুলিয়া উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

কুমোরটুলিতে এখন শুধুই কাদামাটির গন্ধ

দেবীর কাঠামো বাঁধা ও রঙের ছোঁয়া বলছে, মা আসছেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কুমোরটুলির সরু গলিতে এখন শুধুই কাদামাটির গন্ধ। বাঁশ, খড় ও রঙের ছোঁয়ায় গড়ে উঠছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর মূর্তি। পঁচিশোর্ধ্ব পরিবার এই পটিয়ালায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিপুণ হাতে গড়ে তুলেছেন দেবী দুর্গার মূর্তি। আজও সেই ঐতিহ্য বহন করছেন বহু শিল্পী। বছরভর অপেক্ষা, আর বর্ষা পড়তেই শুরু হয়ে যায় দেবীর মুখ গড়ার পালা। কুমোরটুলির অধিকাংশ কর্মশালাতেই এখন চলছে প্রতিমা তৈরির মূল পর্যায়; কাঠামো বাঁধা শেষ, চলছে মাটি লাগানো। শিল্পীদের ব্যস্ততা চূড়ান্তে, সকাল থেকে রাত; দম ফেলার ফুরসত নেই। তবে এই শিল্পসৃষ্টির পেছনে আছে অনেক কঠিন পরিশ্রম ও আর্থিক অনিশ্চয়তা। প্রসেনজিৎ পাল, চতুর্থ প্রজন্মের এক মৃৎশিল্পী জানান, একটা বড় পুজোর জন্য ৮-৯ ফুট মূর্তি বানাতে সময় লাগে প্রায় দুই মাস। খরচা, মজুরি সব সামলে লাভ খুব বেশি হয় না। তবুও এই পেশা ছাড়তে পারি না, কারণ এটা আমাদের শিকড়। তাঁরই কর্মশালায় দেখা গেল, ১২ জন কারিগর খড়ে বাঁধা কাঠামোর উপর মাটি লাগাচ্ছেন, কেউ দেবীর হাত গড়ছেন, কেউ মহিষাসুরের মুখে রঙের ছোঁয়া দিচ্ছেন। অন্ধকার গলি, বিদ্যুতের ঝাপসা আলো, আর কাদামাটির গন্ধে এক রহস্যময় পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে শুধু কলকাতাই নয়, আমেরিকা, কানাডা, লন্ডন, সিডনির মতো বিদেশেও কুমোরটুলির মূর্তির চাহিদা বাড়ছে। তাই ডিজিটাল মাধ্যমেই অর্ডার নিচ্ছেন অনেকেই। শিল্পী অনির্বাণ মুখার্জি বলেন, বিদেশি পুজো মণ্ডপে ছোট মাপের ও ফাইবারগ্লাসের প্রতিমা বেশি যায়। এগুলোর প্যাকেজিং থেকে শিপিং সবটাই আমাদেরই করতে হয়। তবে অভিযোগের সুরও শোনা গেল অনেকের গলায়। বর্ষাকালে ঘর ছোট হওয়ায় জল ঢুকে কাজ নষ্ট হয়, বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ক্ষতি হয় সুদ কাজে। কুমোরটুলি মৃৎশিল্প সমিতির সভাপতি জানান, প্রশাসনের তরফে মৌসুমি শেড বা আরও রসদ পেলে শিল্পীরা আরও ভালো কাজ করতে পারতেন। দুর্গা পুজো যতই আধুনিক হোক না কেন, প্রতিমার প্রাণ এখনো কুমোরটুলির মাটির হাতেই। এই শিল্পীদের পরিশ্রম ও মমতায়ই প্রতি বছর বাংলায় ফিরে আসেন মা দুর্গা। কুমোরটুলি শুধু একটা স্থান নয়, এটা বাঙালির সংস্কৃতির মন্দির, যার প্রতিটি কোণে গাঁথা শিল্পের এক নিঃশব্দ গান।

খুশির মধ্যেও মৃৎশিল্পীদের গলায় বিষণ্ণতা

সম্পাদকীয়

আরজি করে ন্যায়বিচার অধরা, শাসক দলের জার্সি গায়ে হুমকি দিচ্ছেন খোদ জনপ্রতিনিধিরাই, হাঁড়িকাঠে কেন বারবার ডাক্তাররা

দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে রাজ্যের শাসক দলের নেতা, কর্মী থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আচার, আচরণ। সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে তাঁদের কীর্তি। কিন্তু কড়া পদক্ষেপ তো দূর, কারও বিরুদ্ধে সামান্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, মনে করে বলা কঠিন। তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন উত্তরপাড়ার বিধায়ক তথা অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক। অভিযোগ, কলকাতার একটি বড় সরকারি হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসককে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন তিনি। কলার ধরে শাসানি দিয়েছেন, বদলি করে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন। বিধায়ককে অপেক্ষা করতে বলাটাই চিকিৎসকের 'অপরাধ'। এতেই মেজাজ হারান তৃণমূল বিধায়ক। শাসক দলের বিধায়ক বলে স্বভাবতই কেউ প্রতিবাদ করেনি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিধায়ক যাবতীয় দায় চাপিয়েছেন চিকিৎসকের ওপরেই। পালটা অভিযোগও রয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা হল, একজন জনপ্রতিনিধিকে তো প্রকাশ্যে আরও সংযত হতে হবে। কারণ, তাঁরা সব সময় সংবাদমাধ্যম থেকে মানুষের নজরে থাকেন। আর কাঞ্চন মল্লিক তো টলিউডের একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। তিনি কেন বাববার এভাবে বিতর্কে জড়াবেন? নাকি শাসক দলের বিধায়ক বলে যা ইচ্ছে তাই করার লাইসেন্স মিলে যায়। এ রাজ্যের ছবি দেখলে অবশ্য এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। না হলে অনুব্রত মণ্ডল পুলিশকে ওই ভাবে গালাগালি ও হুমকি দিয়ে বহাল তবিয়তে থাকতে পারেন? কিছুদিন আগে এক মন্ত্রীর গাড়ি ছাড়তে একটু দেরি করায় টোলপ্লাজার কর্মীকে জুতোপেটা করেছিলেন ওই মন্ত্রী। তৃণমূলের আরও এক তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও হোটেলে ঢুকে কর্মীদের পেটানোর অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু সোহম থেকে অনুব্রত, কারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এমন শোনা যায়নি। অথচ এই সব ঘটনায় বারংবার অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে শাসক দলকে। কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য কারণে সব দেখে শুনে চুপ শীর্ষনেতৃত্ব। কিন্তু যদি একজনের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হত। তাহলে এই প্রবণতা পুরোপুরি বন্ধ না হলেও অনকেটাই নিয়ন্ত্রন করা যেত। শাসক দলের সেই সুমতি কি হবে?

শব্দবাণ-৩২৬

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. পরমেশ্বর ৩. (আল.) সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক পদ ৬. ঋজুরেখা ৭. বিপরীত, অন্যথা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নিজের অন্তরে উপলব্ধি ২. পরিপাকশক্তি ৪. গালমন্দ, গালিগালাজ ৫. মুদ্রাবিষয়ক বিদ্যা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩২৫

পাশাপাশি: ১.পত্তন ২.উত্তরা ৫. বেণুক ৮.জটলা ৯. কোপরা।
উপর-নীচ: ১. পচন ৩. রাউত ৪. অণুভা ৬. তেরিজ ৭. চেহারা।

জন্মদিন

আজকের দিন

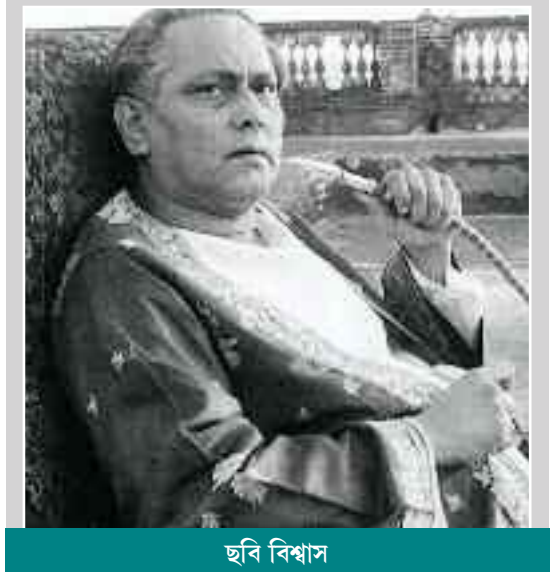

ছবি বিশ্বাস

১৯০০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ছবি বিশ্বাসের জন্মদিন।
১৯৬৫ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সঞ্জয় মঞ্জরেকরের জন্মদিন।
১৯৮৩ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মুনাফ প্যাটেলের জন্মদিন।

অজয় নদের তোড়ে ভাসল অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো, বিচ্ছিন্ন দুই জেলার যোগাযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: গত কয়েক দিনের ধরে টানা বৃষ্টিতে অজয় নদের জল বেড়ে যাওয়ায় জামুড়িয়ার সিদ্ধপুর গ্রামের কাছে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো নদীতে ভেসে গেল। স্থানীয় যুবকেরা ওই বাঁশের সেতুটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও, অজয় নদীর জলের মাত্রা বেশি হওয়ায় সেটি জলে তোড়ে ভেসে যায়।

অজয় নদীর ওপর এই অস্থায়ী বাঁশের সেতু পারাপার করে পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও বীরভূম জেলার মানুষজন। এখন অস্থায়ী সেতুটি ভেঙে যাওয়ার ফলে দুটি জেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যার ফলে চরম সমস্যায় পড়েছে দুই জেলার বাসিন্দারা। প্রত্যেক বছর বর্ষার সময় নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় ওই অস্থায়ী বাঁশের সেতু ভেঙে যায়।পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও বীরভূম জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি, অজয় নদীর ওপর একটি স্থায়ী সেতু তৈরি করা হোক। কিন্তু কে শোনে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কথা? আজও সেই দাবি পূরণ করা হয়নি। প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই বলে অভিযোগ গ্রামাবাসীদের। সমস্যায় পড়েছেন কৃষক, হাট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষ।

গলসি ধর্ষণ-কাণ্ডে অভিযুক্তের মুক্তি, তদারকিতে মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসির পুরাতন চটি এলাকার বাসিন্দা ২২ বছরের যুবতী এক ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ৩ মার্চ গলসির বড়মুড়িয়া এলাকার একটি ড্রেনের ধারে অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পরিবার। বর্তমানে তিনি ৪২ দিন ধরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনার দিনই পরিবার গলসি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযুক্ত শেখ শাহিন উদ্দিনকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হলেও পরে তিনি জামিনে ছাড়া পেয়ে যান। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছে নির্যাতিতার পরিবার।

শুক্রবার নির্যাতিতার বাড়িতে পৌঁছায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলের সদস্য অর্চনা মজুমদার জানান, 'আমরা ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর বক্তব্য শুনেছি। অভিযুক্ত যে অন্যায় করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি সে পাবে।' নির্যাতিতা মহিলা জানান, পরিবারে আর্থিক অনটনের কারণে গলসির একটি দোকানে কাজ করতেন তিনি। ঘটনার দিন টিফিনের পর জল খাওয়ার সময় সেই জলে কিছু বিষাক্ত পদার্থ মেশানো হয় বলে তাঁর অভিযোগ। অসুস্থ বোধ করে তিনি বাড়ি ফিরতে চাইলে দোকানের মালিক শেখ শাহিন উদ্দিন বাইকে করে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে মাঝপথে অপহরণ করে। নির্যাতিতার অভিযোগ, 'প্রথমে তাঁকে বর্ধমানের একটি পার্কে নিয়ে গিয়ে জোর করে মদ ও ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়, বেধড়ক শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। তারপর একের পর এক জায়গায় একটি খাবারের দোকান, একটি হোটেল নিয়ে গিয়ে তাঁকে বারবার ধর্ষণ করা হয়। মুখে সিগারেট গুঁজে দেওয়া হয়, মারধর করা হয়। শেষে অচেতন অবস্থায় তাঁকে একটি জঙ্গলে ফেলে রাখা হয়।' জ্ঞান ফিরে আসার পর কোনওরকমে বাড়িতে ফোন করে পরিবারের সাহায্যে নির্যাতিতা মহিলা উদ্ধার হন। এই ভয়াবহ ঘটনায় এলাকাজুড়ে ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মহিলা কমিশনের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, নির্যাতিতার পাশে থাকবে কমিশন এবং অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির জন্য তাঁরা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। ঘটনাকে ঘিরে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

খুনের মামলা প্রত্যাহারের হুমকি

কাঠগড়ায় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: খুনের অভিযোগকারী পরিবারের সদস্যদের মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার হুমকির অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূলের দুই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ এলাকায়।

বছর খানেক আগে হাসনাবাদের খোসালের মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল হাসনাবাদ থানার পুলিশ। পরে পুলিশ জানতে পারে ওই মৃত ব্যক্তির নাম মোফার গাজী (৪০), তাঁর বাড়ি ওই খোসালের মোড় এলাকায়। একটি নির্জন খালে মোফারের মৃতদেহ পুঁতে রাখা হয়। সেই ঘটনার পর মোফার গাজীর পরিবারের পক্ষ থেকে ওই এলাকার আনারুল গাজী ও নাজিম গাজী নামে দুই তৃণমূল সমর্থকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার এক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এই দুই অভিযুক্তকে আজও গ্রেপ্তার করতে পারেনি হাসনাবাদ থানার পুলিশ। অভিযোগকারীদের দাবি, এই দুই অভিযুক্ত তামিলনাড়ু এলাকায় রয়েছে। এই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করতে পারায় অভিযুক্তদের পরিবারের লোকেরা মাঝেমধ্যেই মৃত মোফার গাজীর পরিবারের সদস্যদের হুমকি দিচ্ছে। সম্প্রতি এই এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মালেক গাজী ও রমেশ মণ্ডল মৃত মোফারের মা, বাবা ও দাদাকে বসিরহাট আদালত থেকে খুনের মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন

বলে অভিযোগ। মাললা তুলে নিলে তাঁদের নগদ এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলেও অভিযোগ উঠেছে। গত কয়েকদিন আগে এই দুই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁদের অনুগামীরা মৃত মোফার গাজীর বাবা, মা, দিদি ও দাদাকে খুনের হুমকি দেয়। অবিলম্বে তাঁরা যদি মামলা প্রত্যাহার-না করে তাহলে তাঁদের প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেও অভিযোগ। এই ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন অভিযোগকারীর পরিবারের সদস্যরা। তারা সম্প্রতি ঘটনার বিবরণ জানিয়ে হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু অভিযোগ দায়ের করার পরেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে দাবি অভিযোগকারীর পরিবারের সদস্যদের। তবে এই ঘটনার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন ওই দুই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য।

মন্ত্রীর গাড়ি ভাঙচুরে গ্রেপ্তার ১১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গত কয়েকদিন আগে রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর গাড়ি ভাঙচুর ও তাঁকে ঝাঁটা-কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি তার ওপর হামলা চালানোর ঘটনায় মন্তেশ্বর থানার পুলিশ আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করল। এই নিয়ে এই ঘটনায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১জন।

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রাম এলাকায়, যেখানে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সরাসরি পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ এর আগে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে একজন হলেন আবু বক্কার শেখ ওরফে বক্কার, যিনি পুটশুড়ি পঞ্চায়েতের সোনাডাঙা এলাকার বাসিন্দা। অপরজন হলেন নাসির উদ্দিন মণ্ডল ওরফে নাসির, যিনি কুসুমগ্রাম পঞ্চায়েতের কুলুট গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ধৃতদের কালনা আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় অভিযোগের তালিকায় আরও কয়েকজনের নাম রয়েছে এবং তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে 'প্রতারণা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে ব্যবসায়ী পরিচয় দেওয়া এক যুবকের সঙ্গে আলাপ তরুণীর। ধীরে ধীরে সম্পর্ক তৈরি হয়। তরুণী ও তাঁর বাড়ির

লোকের বিশ্বাস অর্জন করে টোপ দেয় যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক তরুণীর বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ধাপে ধাপে ৪২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। প্রতারিত হয়েছেন বুঝে তরুণী ২৬ মে হুগলির সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই যুবকের বিরুদ্ধে। তদন্তে নেমে এক সপ্তাহ আগে অভিষেক রায় নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে জাহির আব্বাস নামে আরও একজনকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া অভিষেক রায়ের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে। তার কলকাতায় গড়িয়াতেও একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। ধৃত জাহির আব্বাসের বাড়ি হুগলির খানাকুলে।

কোন্নগরে গঙ্গায় কুমিরের দেখা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়া থেকে রিষড়া, চিন্তা বাড়ছে কুমির নিয়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। কিছুদিন আগেই বাঁশবেড়িয়ায় গঙ্গার ঘাটে দেখা গিয়েছিল কুমির। ভিডিও ভাইরাল হতেই ব্যাপক আতঙ্ক হুগলির গঙ্গা পাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে। কুমিরের দেখা মিলছে হুগলির কোন্নগর থেকে উত্তরপাড়ায়। কোন্নগর ফেরিঘাটে যাত্রী পারাপার করছিলেন এক যুবক। লঞ্চে পার হওয়ার সময় তিনি দেখতে পান কুমির। সাইজে প্রায় ৬ থেকে ৭ ফুট। এই নিয়ে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। উদ্বিগ্ন কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস জানান, সবাই যাতে সাবধানতা অবলম্বন করে গঙ্গায় নামেন, ঘাটগুলিতে মাইকিং হবে। ব্যানার দিয়ে সতর্ক করা হবে। কুমির ধরতে বন দফতরের কাছে আবেদন করব। এরইমধ্যে আবার শ্রাবণী মেলা শুরু হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন বন দফতরের আধিকারিক তাপস দেব। এই সময় প্রচুর ভক্ত শেওড়াফুলি থেকে জল নিয়ে তারকেশ্বরের শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে যান।

সেপ্টেম্বরেই বড় ম্যাচ হবে বারাসাত বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামে: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে বারাসাত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনের বড় ফুটবল ম্যাচ হবে বলে শুক্রবার ঘোষণা করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পূর্ব ঘোষণা মতো এদিন মাঠ পরিদর্শনে আসেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা।

প্রসঙ্গত, অস্ট্রোডাফ ঘাসের কারণে স্টেডিয়ামমুখী হচ্ছিলেন না ফুটবলারা। তাঁরা জানিয়েছিলেন এই ঘাসে খেলা করলে চোট পেতে পারেন তাঁরা। পরবর্তীতে রাজ্য ও

জেলা স্তরের বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দিল্লির নয়ডা থেকে আনানো বারমুডা ঘাস বসানো হবে গোটা বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন জুড়ে। মাসখানেক আগে বসানো হয়েছে সেই ঘাস। এদিন দুপুরে মাঠের গুণগত মান পরীক্ষা করে দেখলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী-সহ প্রশাসনিক কর্তারা। মাঠের থেকে একাংশ ঘাস তুলে নিয়ে তা ঘনত্ব এবং সঠিকভাবে পরিচর্যা হচ্ছে কিনা তা নিজের হাতে খতিয়ে দেখলেন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বেশ কয়েক বছর পর ফের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবলের ড্রপ পড়তে দেখা গেল এই দিন। পাশাপাশি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, 'মাঠ ৯০ শতাংশ প্রস্তুত। বাকি ১০ শতাংশ কাজ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে বড় খুটবল খেলা এই মাঠে শুরু হবে। আমরা সকলে মিলে চাইছি এই মাঠ রাজ্যের অন্যতম ফুটবল মাঠ হিসেবে পরিগণিত হোক। সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে।' সেই সঙ্গে স্টেডিয়ামের সার্বিক উন্নয়ন ও সুন্দর্য্যায়নের কাজও করা হবে বলে জানান ক্রীড়ামন্ত্রী।

গঙ্গার ভাঙনের কবলে নসরতপুরের কিশোরগঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: গঙ্গা ভাঙনের কবলে নসরতপুরের কিশোরগঞ্জ। ভাগীরথীর করাল গ্রাসে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে ভিটে মাটি। আতঙ্কে এলাকার মানুষ। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ এলাকাটি নদী ভাঙনের কবলে পড়া একটি গ্রাম। নসরতপুর পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা ভাগীরথীর অপর পাড়ে অবস্থিত প্রত্যন্ত একটি গ্রাম কিশোরগঞ্জ। এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষই কৃষি কাজের ওপর নির্ভর করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করে। সেই কৃষি জমিও একটু একটু করে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। একসময় এই এলাকায় ২৭২ টি পরিবার বসবাস করতেন। নদী ভাঙনের ফলে অনেকেই সেখান থেকে সরে গিয়েছেন। বর্ষার মরশুমে নদী ভাঙন চরম আকার ধারণ করেছে। একে একে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে চাষের জমি থেকে ভিটেমাটি সব। সহায় সম্বলহীন অসহায় মানুষগুলো বিপদ সংকুল পরিস্থিতির মধ্যে জীবন হাতে নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বয়স্ক অসুস্থ মানুষ চোখের সামনে দেখছেন নিজের বসত বাড়িটি ভেঙে যেতে। সরকারি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে নজরদারি রাখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। তবে বর্ষার পরেই দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

আর্থিক প্রতারণায় ধৃত তৃণমূল বিধায়কের 'আপ্ত সহায়ক'

নিজস্ব প্রতিবেদন, নমগ্রাম: আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার নবগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল বিধায়কের আপ্ত সহায়ক পরিচয় প্রদানকারী এক ব্যক্তি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাড়ে ১৮ লক্ষ টাকার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় দুই ব্যক্তি নবগ্রাম থানায় প্রতারণার লিখিত অভিযোগ দায়েরের পরই তদন্তে নামে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযুক্তকে তাঁর নিমগ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নবগ্রাম থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে লালবাগ মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রিত সিং বলেন, 'নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই রাজু শেখ নামে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ হেফাজতে নিয়েই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' উল্লেখ্য, রাজু শেখ নিজেকে নবগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক কানাই মণ্ডলের আপ্ত সহায়ক বলেই প্রচার করতেন। তৃণমূল বিধায়কের সঙ্গে বহু অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গিয়েছে। বিধায়কের জন্মদিনের কেক কাটার অনুষ্ঠানে রাজু শেখকে পাশে থাকতে দেখা গিয়েছে। যদিও রাজু শেখ গ্রেপ্তারের পর কানাই মণ্ডল বলেন, 'বহু অনুষ্ঠানে অনেকেই আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে ছবি তোলেন। ছবি তুলতে চান। কিন্তু সবাইকে চেনা সম্ভব নয়। তবে রাজু শেখ আমার আপ্ত সহায়ক নয়।' বিরোধীদের দাবি, রাজু শেখ বিধায়কের আপ্ত সহায়ক বলে দাবি করে এলাকায় বাহুবলী হয়ে উঠেছিল। সম্প্রতি জমি সংক্রান্ত লেনদেনে রাজু শেখের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। তারমধ্যে স্থানীয় দুই ব্যক্তি নবগ্রাম থানায় রাজু শেখের বিরুদ্ধে সাড়ে ১৮ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের তদন্তে নেমে নবগ্রাম থানার পুলিশ তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায়। বাড়িতে পুলিশ দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে রাজু শেখ। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়না। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে তাঁর নিমগ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনে পুলিশ। শুক্রবার আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে, রাজু শেখ দাবি করে সে নির্দোশ। তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে।

প্রতিশ্রুতিপূরণ বারাসাত পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: নির্বাচনে জয়ী হলে অবৈধ দখল মুক্ত করে আপতকালীন পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুল্যান্স ও ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ঢোকার ও মানুষের সুস্থ যাতায়াতের ব্যবস্থা করেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশেষে সেই প্রতিশ্রুতিপূরণ করে দেখাল বারাসাত পুরসভা ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পাল। স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকার মানুষ।

বামফ্রন্টের জামানায় চাঁপাডালি থেকে কলোনি মোড় পর্যন্ত ১২ নম্বর রেল গেটের ওভারব্রিজ হওয়ার পরে, ব্রিজের তলায় ১২ নম্বর রেলগেটের পর থেকে কলোনি মোড় পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্বতন কে বি বসু রোডের রাস্তার দুই ধারের হকার এবং কিছু স্থানীয় দোকানদার ব্রিজের নিচে রাস্তাটিকে তাঁদের ব্যবসায়ী কারণে দখল করে সংকীর্ণ করে ফেলেছিলেন। এরফলে পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যা ছিল দীর্ঘদিনের। তাঁরা বারবার অভিযোগ করে এসেছিল, যে কোনও দুর্ঘটনায় তাঁদের ব্যবহারকারী একমাত্র রাস্তাটিতে কোনও অ্যাম্বুলেন্স বা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ঢোকার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা দেবব্রত পাল বলেন, শুক্রবার বারাসাত ব্রিজের তলায় অবস্থিত দোকান মালিকদের সঙ্গে কথা বলে দোকানগুলিকে একত্রে রাস্তা থেকে সরিয়ে জায়গা করে দেওয়া হল বারাসাত পুরসভার উদ্যোগে। এদিন নতুন দোকানের প্রায় ১০ জনের হাতে চাবি তুলে দেওয়া হয়। ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পাল ছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনী মুখোপাধ্যায়, উপ-পুরপ্রধান তাপস দাসগুপ্ত, প্রাক্তন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, পুরপরিষদ সদস্য অরুণ ভৌমিক-সহ অন্যান্য পুর পারিষদ সদস্য, দেবাশিস মিত্র, আইএনটিইউসির নেতৃত্ব অভিজিৎ আচার্য, অসিত হালদার, গৌতম প্রামাণিক, টুটুল ঘোষ-সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতৃবৃন্দরা।

আইএসএফের তাণ্ডব, আটক ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: প্রতিবাদ, বিক্ষোভের নামে তাণ্ডব আইএসএফ-এর স্টুডেন্ট ফ্রন্টের নেতৃত্বদের। ভাঙল জেলাশাসক দপ্তরের গেট। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসক দপ্তরে ধুন্ধুমার-কাণ্ড তৈরি হয়। ঘটনার জেরে ১৬ জন আইএসএফ স্টুডেন্ট ফ্রন্টের নেতৃত্বদের আটক করেছে বারাসাত থানার পুলিশ।

কসবায় ছাত্রীকে নৃশংস ধর্ষণ এবং রাজ্যের বেহাল দশা থেকে পুনরুদ্ধারের দাবিতে এদিন বারাসাত থানার সামনে থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসকের দপ্তর পর্যন্ত মিছিল করে ডেপুটেশন দিতে আসে আইএসএফ স্টুডেন্ট ফ্রন্ট-এর কর্মী সমর্থকরা। জেলাশাসকের দপ্তরের প্রবেশের মুখে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। জেলাশাসক দপ্তরের গেটও ভেঙে দেয় আন্দোলনকারীরা বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে বারাসাত থানার আরও বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে কয়েকজন আন্দোলনকারীকে আটক করে। ঘটনার জেরে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলেও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে প্রতিবাদ আন্দোলনের নামে এই ধরনের তাণ্ডবের নিন্দা করেছে সাধারণ মানুষ।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বোলেরো চালকের। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন লরি চালক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর পরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের নলপুকুর এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে মালদা থেকে একটি চাল বোঝাই লরি বুনিয়াদপুরে অবস্থিত এফসিআই গোডাউনের দিকে আসছিল। সেই সময় মালদার উদ্দেশ্যে তীব্র গতিতে চলা একটি বোলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। বোলেরো গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকা চাল বোঝাই লরিটিকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সঞ্জীব ভুঁইমালি (৩১) নামের ওই বোলেরো চালকের। মৃত সঞ্জীব ভুঁইমালি'র বাড়ি বংশীহারী ব্লকের রশিদপুর এলাকায়। অন্যদিকে, লরি চালক তরুণ সরকারকে গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয় রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

অনুষ্ঠান বাড়িতে তৃণমূল নেতাকে কুপিয়ে 'খুন', আটক কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অনুষ্ঠান বাড়িতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে এক তৃণমূল নেতাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর ওই কংগ্রেসের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর এলাকায়। ঘটনার সময় ওই তৃণমূল নেতাকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর তিন আত্মীয় গুরুতর জখম হয়েছেন। তাদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এই হামলার ঘটনায় ছয় জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে মৃতের পরিবার। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, 'প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে পুরনো কোনও মহিলা সংক্রান্তের ঘটনা এবং জমি বিবাদ এই খুনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। একজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তৃণমূল নেতার নাম আবুল কালাম আজাদ (৩৬)। তাঁর বাড়ি মানিকচক থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিতলা এলাকায়। ইংরেজবাজারের মিল্কি এলাকায় নতুন একটি বাড়ি করেছেন আবুল কালাম আজাদ। সম্প্রতি সেখানেই পরিবার নিয়ে থাকতেন তিনি। ওই এলাকায় রীতিমতো জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাতে লক্ষ্মীপুর এলাকার জালালউদ্দিন মোমিনের বাড়িতে তাঁর নাবালক ছেলের জন্মদিনের

পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। আবুল কালাম আজাদ তাঁর স্ত্রী-সহ পরিবারের লোকেদের নিয়েই রাতে ওই পার্টিতে অংশ নেয়। একইভাবে সেখানে আমন্ত্রিত ছিল কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মাইনুল শেখ ও তাঁর দলবল। রাতেই ওই দু'জনের মধ্যে আচমকাই বিবাদ বাঁধে। আর সেই বিবাদ চরম আকার নেয়। আচমকাই মইনুল শেখ তার দলবল নিয়েই আবুল কালাম আজাদকে একটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় ওই তৃণমূল নেতা। এরপরই মৃতের পরিবারের লোকেরা প্রতিবাদ জানালে, তাঁদের ওপরও চড়াও হয় হামলাকারী মাইনুল শেখ ও তার দলবল। সেখানেও তিনজন আহত হন। পরে আহতদের ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। মৃতের বাবা মহম্মদ আইনুল হক জানিয়েছেন, 'জন্মদিনের পার্টিতে আমার ছেলেকে পরিকল্পনা করে খুন করেছে মাইনুল। কারণ কিছুদিন ধরে আমার ছেলের একটি নয় বিঘার জমি মাইনুল দখল করে নিয়েছিল। অথচ ওরা একসঙ্গেই জমি জায়গার কাজ করত। এব্যাপারে ছেলে আবুল কালাম প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এছাড়াও কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে তছরুপ করেছিল মাইনুল। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছি।' এদিকে ওই অনুষ্ঠান বাড়ির প্রধান উদ্যোক্তা জালালউদ্দিন মোমিন বলেন, 'যখন গোলমাল চলছিল তখন পার্টিতে ডিজে সাউন্ডের জন্য কিছু বুঝে উঠতে পারি নি। এরপরেই ঘরের মধ্যে ওরা ধাক্কাধাক্কি করতে করতে ঢুকে যায়। হঠাৎ মাইকের গান থামতেই বিকট চিৎকার শুনতে পাই। ততক্ষণে আবুল কালামকে মেরে দিয়েছে হামলাকারীরা।' এদিকে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির অভিযোগ, 'কয়েক মাস আগেই তৃণমূলে যোগদান করেছিল মাইনুল শেখ। জেলার অনেক প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে তাঁর ওঠা বসা ছিল তার। এখন দলের দুর্নাম ঠেকাতে ওই অভিযুক্তকে আড়াল করার চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূলের একাংশ।' তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, 'কেউ যদি অপরাধ করে থাকে দল কখনওই তাকে প্রশ্রয় দেয় না। তবে অভিযুক্ত মইনুল শেখ তো কংগ্রেস দলের একজন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য। এখানে তৃণমূলের কোনও গোষ্ঠী কোন্দোলের বিষয় নেই। বরং দলেরই এক কর্মীকে আমরা হারিয়েছি। পুলিশ অপরাধীর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবে এই দাবি জানানো হয়েছে।'

বিজেপি করার 'অপরাধে' বাংলার বাড়ি থেকে বঞ্চনা, পথে ত্রিপল খাটিয়ে বসবাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুরসভার লিখিত নির্দেশ পেয়ে নগদ ২৫ হাজার টাকা জমা করেও শুধুমাত্র 'বিজেপি করার অপরাধে' সকলের জন্য বাংলার বাড়ি প্রকল্প তথা রাজ্যের সরকারি আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ মৃত কানাই কর্মকারের স্ত্রী ও সন্তানেরা। বাঁকুড়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের লালবাজার এলাকার বাসিন্দা মৃত কানাই কর্মকারের ছোটো ছেলে নাড়ু কর্মকার ও বড় বৌমা অনিতা কর্মকারেরা দাবি এমনটাই। তাঁদের স্পষ্ট অভিযোগ, 'কয়েক বছর ধরে ঘোরার পর বাঁকুড়া পুরসভার কাছ থেকে নোটিস পেয়ে ২৫ হাজার টাকা জমা করি, ভিটে বাড়িটি ভেঙে অন্যত্র ত্রিপলের চালা খাটিয়ে থাকছি। কিন্তু বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও বাড়ি তৈরির বরাদ্দ টাকা পাইনি।' বর্তমানে এই না-পাওয়ার পিছনে তাঁদের পরিবার বিজেপি সমর্থক হওয়ার কারণেই বাড়ি বাতিল করা হয়েছে' বলে তাঁরা দাবি করেন। এমনকি 'দিদিকে বলো'তে অভিযোগ করায় তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ। তবে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিজিৎ দত্তের দাবি, 'কোনও রাজনীতির রং দেখা হয়নি। প্রথমে বাবা কানাই কর্মকারের নামে বাড়ি অনুমোদিত হয়, উনি মারা গেলে ওনার ছেলের নামে ফের অনুমোদন করা হয়। ছেলে প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড় করতে না

পারাতেই তা বাতিল হয়েছে।' এক্ষেত্রে বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, 'তৃণমূল সব সময় আমরা ওরা করে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে কর্মকার পরিবার বাড়ি না পেলে আমরা আইনের আশ্রয়ের পাশাপাশি প্রসাশন ঘেরাওয়ের পথে যাব।' এদিকে, বাঁকুড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান হীরালাল চট্টরাজের বলেন, 'বিজেপি মিথ্যা কথা বলছে। উপভোক্তা মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের আবেদন করতে হয়। এক্ষেত্রেও তাই হবে। অনলাইনে ফের আবেদন করলেই বাড়ি পাবেন।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
রাসেল স্ট্রিট শাখা, ৫-বি, রাসেল স্ট্রিট
পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৭১

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৯.০৫.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস (স্বত্বা : শ্রী সুভাষ মন্ডল), গ্রাম : কেয়াতলা, সূর্য্যপুর, নতুনহাট, পো : কেয়াতলা, থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭৪৩৩৭২ এবং প্রযত্নে ধ্রুব চাঁদ মন্ডল, গ্রাম : গোচারণ, মন্ডলপাড়া, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭৪৩৩৯১ এবং শ্রীমতি মামনি মন্ডল (জামিনদাতা) স্বামী সুভাষ মন্ডল, গ্রাম : গোচারণ, মন্ডলপাড়া, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭৪৩৩৯১ আমাদের রাসেল স্ট্রিট শাখায় বকেয়া পরিমাণ নোটিশে উল্লিখিত **১৫,৪১,৬৭২.৪৬ (পনেরো লাখ একচল্লিশ হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা** উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১১ জুলাই ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া **১৫,৪১,৬৭২.৪৬ (পনেরো লাখ একচল্লিশ হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা** ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
আমরা সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং রুলস অধীনে সংস্থানের দ্বারা জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে অবহিত করছি।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০৫ ডেসিমেল জমি অবস্থিত মৌজা : নারায়ণীতলা, পরগনা - মেদানমোল্লা, জেএল নং ১, তৌজি নং ১০৯৩, আরএস খতিয়ান নং ৬১৯, ৬২২, ৬০২, ৬০৭, ৬১২, এলআর খতিয়ান নং ২১১৬, দাগ নং ৮১০, থানা : জয়নগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাংলা বিক্রয় দলিল তারিখ ১১.০৩.২০১১ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার-দক্ষিণ বারাসত, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১,সিডি ভলুম নং ৩, পৃষ্ঠা ৩৮৩৩ থেকে ৩৮৪২, দলিল নং ০০৯৯৩-২০১১ সালের। **উত্তরে :** নির্মল পালের জমি, **দক্ষিণে :** অমল মন্ডলের জমি, **পূর্বে :** পি ডব্লু ডি কুলপি রোড, **পশ্চিমে :** সুশান্ত মন্ডলের জমি।
সম্পত্তি শ্রী সুভাষ মন্ডলের নামে।

তারিখ : ১১.০৭.২০২৫ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

রাস্তা খালে পরিণত, ভোট বয়কটের ডাক বসিরহাট উত্তর বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। রাস্তা, পাকা নিকাশি-সহ একাধিক উন্নয়ন নিয়ে প্রচার করছে রাজ্যের শাসক দল। সেখানে দাঁড়িয়ে বেহাল রাস্তার কারণে ভোট বয়কটের ডাক দিল বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বাসিন্দারা। শুধু ভোট বয়কট নয়, স্থানীয় বিধায়ক রফিকুল ইসলামের ওপর ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় মানুষ। তাঁদের দাবি, 'বিধায়ককে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও কাজ হচ্ছে না।'

প্রতিবাদে শুক্রবার রাস্তা অবরোধ করে রাস্তার মাঝে জাল জাল ফেলে অভিনব বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা। তার ওপর লাগাতার বৃষ্টির জেরে রাস্তা খালের আকার ধারণ করেছে। বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার আমলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমলানি মোড় থেকে শরণিয় রেলগেটে পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়ে মেলেনি কোনও সুরাহা। এক গ্রামবাসী হালিমা সরদার বলেন, 'রাস্তায় জল জমে থাকায় গ্রামের বাইরে যেতে গেলে পরপুরুষের সামনে আমাদের শাড়ি তুলে যেতে হয়। যা অত্যন্ত অস্বস্তির। পাশাপাশি গ্রামে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেখানেও পড়ুয়া থেকে শুরু করে রোগী এবং শিক্ষকরা ঠিকভাবে পৌঁছতে পারেন না। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে যদি রাস্তা সংস্কার না হয় তাহলে আমরা এই গ্রামের মানুষ ভোট বয়কট করতে বাধ্য হব।' অপর এক গ্রামবাসী রাজ্জাক ফকির বলেন, 'এই রাস্তার একাধিকবার টেন্ডার হলেও বিগত ৩০ বছর ধরে রাস্তার সংস্কারের কোনও কাজ হয়নি। বিধায়কের কোন হেলদোল নেই। তিনি প্রায়শই এলাকায় থাকেন না। ফলে মানুষের দুঃখকষ্ট তেমন ভাবে জানেন না।' বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মণ্ডল বলেন, 'ওই রাস্তা সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মানুষ ও জনপ্রতিনিধি চওড়া রাস্তা চাওয়াতে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তাটি নিয়ে একাধিকবার বৈঠক হলেও কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি। চেষ্টা করা হচ্ছে রাস্তাটি সংস্কারের।' তিনি পক্ষান্তরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ঘাড়ে দায় চাপাতে চেয়েছেন। এলাকার মানুষের প্রশ্ন একজন বিধায়ক কি করে বলেন, তার কথা মত কাজ হচ্ছে না। তাহলে কি বিধায়কের কোনও কথা শুনছে না নিচু তলার নেতৃত্বরা। না বিধায়ক পুরো বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আমদানি পঞ্চায়েত প্রধান মিঠু মণ্ডল বলেন, 'জমি জটে আটকে রয়েছে উন্নয়ন, তা শর্তেও আমরা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে জেলা পরিষদে জানানো হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব আমরা ওই রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা করব।'

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

এতদ্বারা জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, **মেসার্স রিফর্ম ফেরো কাস্ট লি.** এবং এর জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণগুলিকে নন পারফরমিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আরও, ব্যাংক, ২০০২ সালের সারফেসি আইনের বিধান অনুসারে, নীচে বর্ণিত সম্পদের প্রতীকী দখল নিয়েছেন। ব্যাংক কিছু/সমস্ত বন্ধকী সম্পদের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং, সেই অনুযায়ী, ২০০২ সালের সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের (আইন) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে ঠিকানাপ্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় নোটিশ জারি করেছে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে পাওনা ঋণের পরিমাণ ০৫.০৫.২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ ১০৭,১৫,৮৮,৩৩০.০০ টাকা (একশ সাত কোটি পনের লাখ অষ্টআশি হাজার তিনশ তিরিশ টাকা)। যাইহোক, কিছু নোটিশ অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং তাই তাদেরকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাংক এই নোটিশের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আইন অনুসারে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি সাধারণ নিলামে বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ক্রম নং	প্রাপকের ঠিকানা (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা)	২০০২ সালের সারফেসি আইনের ৮(৬) অধীনে নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	রিফর্ম ফেরো কাস্ট লি	৩০.০৬.২০২৫	**১.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫.৭২ একর, এবং তদস্থিত ভবন, শেড বেং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : বামুনাড়া, জেএল নং ৫৮, এলআর দাগ নং ১৮৫৮ থেকে ১৮৭৭, ১৮৮৫, ১৮৮৬, ১৮৯৭-১৯৪৬, ১৯৫১, ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭, খতিয়ান নং ২৯৬৩ গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বামুনাড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া , পো : পানাগড় বাজার, থানা : কাঁকসা, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান (পূর্বতন বর্ধমান)। **সম্পত্তি মেসার্স ইউকে সিমেন্ট প্রা লি এর নামে** - ঠিকানা : ৪৩, মোতিশীল স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৩, দলিল নং ১-৫২২৬-২০১০ সালের এবং ১-৭২২৬-২০০৯ সালে। চৌহদ্দি : উত্তরে : দুই পুকুর, দক্ষিণে : মেসার্স শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, পূর্বে : শ্রী ওয়ারিশ পিয়া স্টিল কোম্পানি এবং নবরাজ ইস্পাৎ প্রা লি, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া কমপ্লেক্স রোড। **২.** জমি অবস্থিত মৌজা : নওপালা, জেএল নং ২৫, বাগনান-২ পঞ্চায়েত সমিতি অধীন, গ্রাম এবং পো : নওপালা, থানা : বাগনান, জেলা : হাওড়া, সম্পত্তি বসন্ত সাহা এর নামে, **দলিল নং ১-২৯৬/২০০৬,** প্লটের এরিয়া -৫৩৮.৬১ শতক। **চৌহদ্দি** : উত্তরে : ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এর জমি, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ এবং রিফর্ম ফেরো কাস্ট প্রা লি এর প্লট, পশ্চিমে : শিভ ব্রিক ফিল্ড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জমি, পূর্বে : ইরিগেশন রোড (বাঁধ)।
২.	মেসার্স সাইল্যান্ড ডেভেলপার্স প্রা লি	৩০.০৬.২০২৫	
৩.	শ্রী বসন্ত সাহার আইনি উত্তরাধিকারীগণ	৩০.০৬.২০২৫	
৪.	শ্রী শক্তি অধিকারী	৩০.০৬.২০২৫	
৫.	শ্রীমতি স্বপ্না ঘোষ	৩০.০৬.২০২৫	
৬.	ইউ কে সিমেন্টস প্রা লি	৩০.০৬.২০২৫	
৭.	শ্রী জিগনেশ শেঠিয়া	৩০.০৬.২০২৫	

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণকে জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ ঃ ১২.০৭.২০২৫ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান ঃ কলকাতা — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি ২, কলকাতা**

সীমান্তে এনআরসি বিরোধিতায় পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: পেট্রাপোল সীমান্তে এনআরসি বিরোধিতায় পোস্টার, যা ঘিরে শুরু রাজনৈতিক তরজা। ইতিমধ্যেই দিনহাটার বাসিন্দার কাছে এনআরসি নোটিস আসতেই রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এবার এনআরসির আঁচ এসে পড়ল পেট্রাপোল সীমান্তে। শুক্রবার সীমান্তে একাধিক পোস্টার দেখা যায়। যেগুলি বাসিন্দাদের মনে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। এদিন স্থানীয় দোকান বা দেওয়ালে বেশ কিছু পোস্টার দেখা গিয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের এনআরসি নীতির বিরোধিতা করে লেখা রয়েছে। পাশাপাশি দিনহাটার বাসিন্দা উত্তমকুমারের ন্যায় বিচারের পক্ষেও পড়েছে পোস্টার। এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা কল্যাণ বিশ্বাস বলেন, 'এদিন রাস্তায় বেরিয়ে এনআরসি নিয়ে বেশ কিছু পোস্টার

দেখতে পাই। আমরা চাই যাতে এনআরসি লাগু না হয়।' এবিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে তৃণমূল এটা করেছে। ওরা আতঙ্কিত, এনআরসি হলে ওদের ভোট ব্যাঙ্ক থাকবে না।' যদিও রাজনীতির বিষয় উড়িয়ে দিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'এই পোস্টারে সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে এই পোস্টার লাগিয়েছে।'

দাদা ও ভাইয়ের বচসা, অসুস্থ হয়ে মৃত্যু ভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পারিবারিক বিবাদের জেরে দাদার সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল ভাইয়ের। এদিকে স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনেই বাড়ির পাশে একটি গাছে গলায় দঁড়ির ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তাঁর স্ত্রী। তবে প্রতিবেশীরা তাঁকে গলায় দঁড়ি দেওয়ার সময়ে দেখে ফেলে, উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। আপাতত তিনি চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাটের রঘুবাটি অঞ্চলের হরিশ্চন্দ্র পুর গ্রামে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম উৎপল ঘোষ (৩২)। তাঁর দাদার নাম চঞ্চল ঘোষ। ঘটনার পরেই ঘটনাস্থলে হাজির হয় গোঘাট থানার পুলিশ। মৃতের দশ বছরের এক সন্তান আছে। কাজের টাকা নিয়ে দু'ভাইয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়। দু'জনই মারপিটে জড়িয়ে পড়েন। মারপিট করার সময়ে ছোট ভাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকলে তড়িঘড়ি তাঁকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবর শুনেই তার স্ত্রী শ্রাবন্তী ঘোষও গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তখন পাশাপাশি লোকজন দেখে ফেলেন। তড়িঘড়ি তাঁকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। দুই ভাই উৎপল ও চঞ্চলের বাবা মহাদেব ঘোষ বলেন, 'আমি কিছুই জানি না। যখন ছোট খোকা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তখন আমার নাতি আমাকে ফোন করে বলেছিল জ্যেঠু, আমার বাবাকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে। আমি বাইরে ছিলাম। কী কারণে মারল তাও জানি না। কারণ আমি আলাদা থাকি। ওরা দুই ভাইও আলাদা থাকে।'

গোরুবোঝাই গাড়ি-সহ ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বেআইনিভাবে গোরুবোঝাই করে পাচারের সময় নাদনঘাট থানা পুলিশের অভিযানে আটক হয় একটি ৪০৭ গাড়ি। পাশাপাশি এই ঘটনায় যুক্ত ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই নাদনঘাট থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় গোরু চুরির ঘটনা ঘটছিল।পুলিশ বহু চেষ্টা করেও চোর ধরতে পারছিল না। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত তিনটে নাগাদ হেমায়েতপুর মোড়ে কর্মরত অবস্থায় গাড়িটিকে যেতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। নাদনঘাট থানার এসআই ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী এবং এস আই সমীর সাধু টহলদারি পুলিশ ভ্যান নিয়ে লরিটিকে ধাওয়া করেন। প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ গোয়ালপাড়ার কাছে গাড়িটিকে তাঁরা ঘিরে ফেলেন এবং একটি গোরু-সহ দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। বাকি চারজন পালিয়ে যায়। এরপর নাদনঘাট থানার অফিসার ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী এবং সমীর সাধুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। এরপর সমুদ্রগড় স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে আরও দু'জনকে ধরেন তাঁরা। ধৃত চারজনের নাম পরিচয় জানা যায়নি। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা তার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144409
রেজিঃ অফিস : ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩
ই-মেল: info@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং ২২ সহ পঠিত, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ - ১৭/২০২০, তারিখ ১৫ জুলাই, ২০২০ - ২২/২০২০, তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ - ৩৩/২০২০, তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ - ৩৯/২০২০, তারিখ ২৩ জুলাই, ২০২১ - ১০/২০২১, তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২১- ২০/২০২১, তারিখ ৫ মে, ২০২২ - ৩/২০২২ এবং তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ - ১১/২০২২ সর্বশেষ সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' নামে পরিচিত), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") (এরপরে সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে পরিচিত), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এর প্রবিধান ৪৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, নিয়ম এবং প্রবিধান (আপাতত বলবৎ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে এর বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ), কোম্পানি ১১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ডাক ব্যালট নোটিশ পাঠিয়েছে, শুধুমাত্র সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে কাট-অফ তারিখে নিবন্ধিত, অর্থাৎ, শুক্রবার, ৪ জুলাই, ২০২৫ তারিখে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ডাক ব্যালটের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চেয়েছে :

ক্রম নং	প্রস্তাব	প্রস্তাবের ধরন
১.	শ্রী প্রীতম পাল (ডিআইএন : ১১০৫০৫২২) কে কোম্পানির অ-নির্বাহী, অস্বেচ্ছাধীন নির্দেশক হিসেবে	সাধারণ প্রস্তাব

কোম্পানিটি তার সদস্যদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের পরিষেবা নিয়োগ করেছে। ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি পোস্টাল ব্যালট নোটিশের সাথে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল মঙ্গলবার, ১৫ জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯টায় (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৫ বিকেল ৫টা (আইএসটি) শেষ হবে। এরপর, এনএসডিএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। শুক্রবার, ৪ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ("কাট-অফ ডেট") ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে যেসব শেয়ারহোল্ডারদের নাম প্রদর্শিত হবে, কেবল তারাই দূরবর্তী ই-ভোটিং এর জন্য যোগ্য হবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ ডেটে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত শেয়ারের অনুপাতে হবে।
যেসব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত নয়, তারা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পেতে **investor.relations@mcmil.in** ঠিকানায় তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **http://www.manaksiacoatedmetals.com**, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এ পাওয়া যাবে।
রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন। কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০-এ কল করতে পারেন অথবা **evoting@nsdl.co.in**-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন

(ক) শ্রী প্রীতম দত্ত, সহকারী ব্যবস্থাপক **pritamd@nsdl.com / evoting@nsdl.com**-এ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০।
(খ) শ্রীমতী শ্রুতি আগরওয়াল, কোম্পানি সচিব, মানাকসিয়া কোটেড মেটাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, বিকানের বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এ টেলিফোন নম্বর ০৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ অথবা **investor.relations@mcmil.in** ঠিকানায় ই-মেইল করুন।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ১৮ আগস্ট, ২০২৫ (সোমবার) বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ উল্লিখিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **http://www.manaksiacoatedmetals.com** এ আপলোড করা হবে এবং সেইসব স্টক এক্সচেঞ্জে যেমন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের তালিকাভুক্ত ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং **www.bseindia.com** এ এবং এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এও জানানো হবে। কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিসেও পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল প্রদর্শন করবে।

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রুতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এফ১২১২৪

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ জুলাই ২০২৫

আসাম এন্ট্রেড লিমিটেড

রেজি. অফিস : ১৬ তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
CIN : L20219WB1985PLC096557; ওয়েবসাইট : www.assamentrade.com
ইমেল : assamentrade1985@gmail.com; টেলিফোন নম্বর ০৩৩-২২৩৪৩৫২০

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা
ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে আসাম এন্ট্রেড লিমিটেড ("কোম্পানি") -এর সদস্যদের **৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম")** ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সোমবার, **০৪ আগস্ট, ২০২৫, দুপুর ২.৩০টায় (আইএসটি)**। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং এর অধীনে জারি করা নিয়মাবলী এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫ এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") দ্বারা জারি করা সার্কুলার নং ২০/২০২০, তারিখ ৫ মে, ২০২০, সার্কুলার নং ০২/২০২১, তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আয়োজনের জন্য বর্ধিতকরণ। ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের ভিসি এবং মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFDPOD-2/CIR/2023/167, ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD-Pod-2/P/CIR/2024/133, এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার (এরপর থেকে সম্মিলিতভাবে "সার্কুলার" হিসাবে উল্লিখিত), কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।
উপরে উল্লিখিত বিধান এবং সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি সহ এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের ই-মেইল করা হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত হয়েছে বা মেসার্স এবিএস কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড ('আরটিএ') এবং ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (গুলি) ('ডিপি') ৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে সদস্যদের এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক প্রেরণ ১৩ জুলাই, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন, www.assamentrade.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) পাওয়া যাবে। এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার আইটেমগুলির সাথে সম্পর্কিত নথিগুলি https://www.evoting.nsdl.com-এ এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমে লগইন করার পরে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে৷ ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা পূর্বোক্ত এমসিএ/ সেবি সার্কুলার অনুসারে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশাবলী

- কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর রুল ২০ এবং সেবি-এর প্রবিধান ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ২, কোম্পানি এজিএমে পাসের প্রস্তাবিত রেজুলেশনে ইলেকট্রনিক উপায়ে সদস্যদের তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করেছে। সোমবার, ২৮ জুলাই, ২০২৫ (কাট-অফ ডেট) হিসাবে নথিতথ্যের আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যরা https://www.evoting.nsdl.com এনএসডিএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের (রিমোট ই-ভোটিং) মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেবেন। একজন ব্যক্তির নাম যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টারে বা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন৷ সকল সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৪০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
- সোমবার, ২৮ জুলাই, ২০২৫ (কাট-অফ তারিখ) পর্যন্ত সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের অংশের অনুপাতে হবে।
- দূরবর্তী ই-ভোটিং সময় শুরু হবে শুক্রবার, ১ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে রবিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৫ বিকেল ৫টায়। একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট একবার সদস্য দ্বারা দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে এটি সংশোধন করতে পারবেন না।
- এরপরে এনএসডিএল দ্বারা দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যরা উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না; ইলেকট্রনিকের মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর পর যে সদস্যরা শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন এবং কাট-অফ তারিখের আগে এজিএম-এর নোটিশটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ভোট দেওয়ার জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।
- এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন, তবে, তারা সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না।
- ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতিটি এজিএমের নোটিশের পাশাপাশি এনএসডিএল দ্বারা সদস্যদের পাঠানো ইমেলে পাওয়া যাবে। কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য 'প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন' (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন https://www. evoting.nsdl.com প্রযুক্তি ব্যবহার করে এজিএমের আগে বা চলাকালীন যে সদস্যদের সহায়তা প্রয়োজন, তারা করতে পারেন।
  ক) evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠান বা টোল ফ্রি নম্বর ব্যবহার করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০; বা
  খ) শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সহকারী ব্যবস্থাপক, এনএসডিএল, মনোনীত ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করুন evoting@nsdl.co.in -তে।
- এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.assamentrade.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রী শিবম গ্রোভার (এসিএস ৬৩৬৩৩), অংশীদার, মেসার্স শিবম গ্রোভার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারিদের এজিএমের আগে এবং চলাকালীন একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি

শেয়ার ফিজিক্যাল মোড ধারণকারী সদস্যরা এবং যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি তাদের এবিএস কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানির আরটিএ absconsultant99@gmail.com, অথবা assamentrade1985@gmail.com কোম্পানির কাছে লিখে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নাম উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের অনুলিপি সহ, ফোলিও নং, সদস্যের ঠিকানা, ফর্ম আইএসআর ১ (কোম্পানীর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ), প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং স্ব-প্রত্যয়িত সদস্যের ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে যেকোনো নথির (যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ক্যান করা কপি অনুগ্রহ করে আপনার ব্যাঙ্কের বিশদটি আসল বাতিল চেকের সাথে আমাদের আরটিএ-তে পাঠান (যেমন, মেসার্স এবিএস কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৯ স্টিফেন হাউস, ৭ম তল, ৪, বিবিডি বাগ পূর্ব, কলকাতা - ৭০০০০১-এর সাথে ফোলিও নং উল্লেখ করা চিঠি সহ, যদি না হয় ইতিমধ্যে নিবন্ধিত না হয়ে থাকলে)।
ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে আপনার ডিপির সাথে আপনার ব্যাঙ্কের বিশদ আপডেট করুন ভবিষ্যতের সুবিধার জন্য সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, যদি ইতিমধ্যে নিবন্ধিত না হয়ে থাকেন। সদস্যদের ২৭ জুলাই, ২০২৫ এর মধ্যে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইমেল ঠিকানার সফল নিবন্ধনের পরে, কোম্পানির সদস্যরা কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এজিএম বিজ্ঞপ্তির একটি সফট কপি পাবেন বার্ষিক রিপোর্ট এবং ভোটিং নির্দেশাবলী সহ। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যদেরকে আরটিএ তে absconsultant99@gmail.com বা কোম্পানিকে assamentrade1985@gmail.com-এ লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এমসিএ এবং সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলার মেনে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।

এজিএমে যোগদানের পদ্ধতি

সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমে অ্যাক্সেসের অধীনে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে অ্যাক্সেস করতে পারেন। সফল লগইন করার পরে, আপনি কোম্পানির নামের বিপরীতে 'সাধারণ সভায় যোগদান করুন' মেনুর অধীনে রাখা "ভিসি/ওএভিএম লিঙ্ক" দেখতে পারেন। জয়েন জেনারেল মিটিং মেনুতে ভিসি/ওএভিএম লিঙ্কে ক্লিক করুন। ভিসি/ওএভিএম এর লিঙ্ক শেয়ারহোল্ডার/মেম্বার লগইনে পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির ইভেন প্রদর্শিত হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সদস্যদের ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড নেই বা ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন তারা শেষ মুহূর্তের ভিড় এড়াতে নোটিশে উল্লিখিত দূরবর্তী ই-ভোটিং নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এটি পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

বই বন্ধ

এতদ্বারা **নোটিশ** দেওয়া হল যে লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২ এবং আইনের ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ থেকে সোমবার, ০৪ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (এজিএমের উদ্দেশ্যে উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত)।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
(অর্পিতা শর্মা)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ১১.০৭.২০২৫
স্থান : কানপুর

সীমান্তে উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ইছামতি নদীতে এক অজ্ঞাতপরিচয়ের ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায় বাঁকড়া এলাকায়। শুক্রবার নদীতে দেহটি ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা।পরে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। সীমান্ত লাগোয়া এলাকা হওয়ায় মৃতদেহটি বাংলাদেশ থেকে ভেসে এসেছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে বিএসএফ ও হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই মৃত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সীমান্তে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বৃহস্পতিবার রাতে পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ির সোনাপল্লি এলাকায় ঝুলন্ত এক যুবকের দেহ উদ্ধার করল পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাজারে ধার দেনার কারণে, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই যুবক। পুলিশর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অসীম মণ্ডল (৩৩)। তাঁর বাড়ি পুরাতন মালদা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সোনাপল্লী এলাকায়। পেশায় গাড়ি চালক ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গুরু পূর্ণিমার একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে খুব সকালে বালুরঘাটে গিয়েছিল ওই যুবকের স্ত্রী পম্পা মণ্ডল-সহ তাঁর তিন ছেলে মেয়ে। ফলে তিনি বাড়িতে একাই ছিলেন। রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে তাঁর স্ত্রী দেখতে পান, বাড়ির বাইরের দরজা খোলা থাকলেও ঘরের দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হওয়ায় বাড়ির পেছনের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পান অসীম গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি মদের নেশায় আসক্ত ছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলর তথা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার, তিনি মৃতর পরিবারকে সমবেদনা জানান এবং এই অপমৃত্যুর জন্য তিনি শোক প্রকাশ করেন। মালদা থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেল: crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেইসি অ্যাক্ট অধীন)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত ৩০.০৭.২০২৫ তারিখে বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি ''অনলাইন ই-নিলাম'' বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং **BAANKNET** ই-কমার্সের ওয়েবসাইট **support.BAANKNET@psballiance.com** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ৩০ জুলাই, ২০২৫ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা

টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ই-নিলাম শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা তার মধ্যে

ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার BAANKNET ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম গ) সম্পত্তির বিবরণ ঘ) মালিক/সমূহের নাম ঙ) আইএফএসসি কোড চ) সম্পত্তি আইডি	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) বকেয়া ঋণ খ) যোগাযোগের ব্যক্তি এবং মোবাইল নং	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/বাস্তবিক দখল
১.	**ক. মেসার্স জে.পি. গুপ্তা, স্বত্বাধিকারী: শ্রী কালী প্রসাদ গুপ্তা** **খ. সম্পত্তি:** অবিভক্ত এক এর সমান অর্ধেক শেয়ার বা অংশ এবং বিল্ডিং সহ জমির যে অংশে নির্মিত বা খাড়া হয়ে আছে তার এক ও অভিভাজ্য অংশের সকল এলাকার পরিমাপ আনুমানিক ৩ (তিন) কাঠা ৫ (পাঁচ ছটাক এবং ৭ (সাত) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি (মোট এলাকা ০৬ (ছয়) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক এবং ১৪ (চৌদ্দ) বর্গফুট এবং যার অবস্থান প্রেমিসেস নং ১৭এ, কীর্তিবাস মুখার্জি রোড, পৌরসভার সীমার মধ্যে অবস্থিত কলকাতা শহর ডিহি পঞ্চান্নগ্রামে হোল্ডিং নং ৭৫, ৭৬, ৭৭ এবং ৭৮ ডিভিশন ২ -এর সাব-ডিভিশন ৯-এ, থানা- উল্টাডাঙ্গা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস - শিয়ালদহ অ্যাসেসি নং ১১০১৩১২০০৬৫১ এর অধীনে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- প্রেমিসেস নং ১৭, কীর্তিবাস মুখার্জি রোড; দক্ষিণ- বস্তি, পূর্ব - প্রেমিসেস নং ১৮, কীর্তিবাস মুখার্জি রোড; পশ্চিম - কীর্তিবাস মুখার্জি রোড দ্বারা। **গ. শ্রীমতী কিরণ কুমারী গুপ্তা** **ঘ. UBINKOLKOG9124**	ক. ১,০৪,০০,০০০.০০ টাকা খ. ১০,৪০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ দর বৃদ্ধির পরিমাণ ১,০৪,০০০.০০ টাকা	ক. ১,৯৩,৩৯,২৩১.১১ টাকা (এক কোটি তিরানব্বই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুইশত একত্রিশ টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) **সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও খরচ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে।** খ. শ্রী শমীক কুন্ডু (মো: ৭৭৩৮৯৩৮৯৯৮)	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) বাস্তবিক দখল
২.	**ক. মেসার্স লাইফ লাইন অ্যাপ্লায়েন্সেস স্বত্বাধিকারী- সঙ্গীতা চক্রবর্তী (বর্তমানে মৃত)** **খ. সম্পত্তি:** ৬ কাঠা ২ ছটাক অর্থাৎ ৬.১৩ কাঠা পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরগণা- মাগুরা, তৌজি নং ৩, ৪ ও ৫, জেএল নং ১৭, রে. সা. নং ৪৮৬, মৌজা - সরসুনা, আরএস খতিয়ান নং ৪৫২, দাগ নং ৬৪৬, আশুতি- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- আশুতি, থানা- মহেশতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ১৪১ এডিএসআর- বেহালা, ডিএসআর - আলিপুর এর অধীনে, **শ্রী তপব্রত চক্রবর্তী ও সঙ্গীতা চক্রবর্তীর নামে (বর্তমানে মৃত)। (২০১০ সালের দলিল নং আই-৬৩৫৩ অনুযায়ী)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ১৬' এবং ১২' প্রশস্ত সাধারণ পথ এবং দাগ নং ৬৪৬ এর অংশ, দক্ষিণে - হরি দাসের সম্পত্তি, পূর্বে- কাঞ্চন নস্কর এবং কার্তিক সর্দারের সম্পত্তি, পশ্চিমে - দাগ নং ৬৪৬ এর অংশ দ্বারা। **গ. সঙ্গীতা চক্রবর্তী (বর্তমানে মৃত) এর আইনি উত্তরাধিকারী।** **ঘ. UBINKOLKOG9309**	ক. ২১,০৯,০০০.০০ টাকা খ. ২,১০,৯০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ দর বৃদ্ধির পরিমাণ ২১,০৯০.০০ টাকা	ক. ৩৩,৩০,০২৭.৭৩ টাকা (তেত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতাশ টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র) **সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও খরচ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে।** খ. শ্রী শমীক কুন্ডু (মো: ৭৭৩৮৯৩৮৯৯৮)	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
৩.	**ক. মেসার্স অনুষ্কা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী - শ্রী প্রশান্ত হালদার** **খ. সম্পত্তি:** ''শান্তি নিকেতন'' নামক জি+৪ বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) অবস্থিত একটি সম্পূর্ণ গোডাউন, যার নম্বর ১ এবং পরিমাপ কমবেশি ২৪৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সিমেন্টের মেঝে সহ। এছাড়াও, ৮ (আট) কাঠা ৭ (সাত) ছটাক ১২ (বারো) বর্গফুট পরিমাপের ''বাস্তু'' জমির উপর নির্মিত জি+৪ বহুতল ভবন সহ জমির অবিভক্ত আনুপাতিক সরে সহ। এটি মৌজা - রহড়া, জে.এল. নং ৩, আর.এস. নং ৬১, তৌজি নং ১৮৪-১৯০ -তে অবস্থিত এবং আর.এস. দাগ নং ৯৮১, আর.এস. খতিয়ান নং ৩১০-এর অন্তর্ভুক্ত, যা এল.আর. দাগ নং ২৫০৩ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১০২, ২৪২, ৭০৮, ৮৭৪, ১০৫৬, ১১৬৯, ১২১১, ২০৯৯, ২৪৯৯ ও ২৭২১-এর অধীন। এটি খড়দহ পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ড, হোল্ডিং নং ২১/১০ ওল্ড ক্যালকাটা রোড, এডিএসআরও- সোদপুর, থানা- খড়দহ, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর) -এর আওতাভুক্ত, **শ্রী প্রশান্ত হালদারের নামে রয়েছে,** পিতা- শ্রী কৃত্তিবাস হালদার। **চৌহদ্দি:-** উত্তর- অনিল বিশ্বাস ও অন্যান্যদের বাড়ি; দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা ও পুকুর; পূর্ব- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা এবং প্রয়াত তপন মুখার্জীর বাড়ি; পশ্চিম- ৮ ফুট চওড়া রাস্তা এবং তারপর পঙ্কজ মুখার্জী ও অন্যান্যদের বাড়ি। **গ. শ্রী প্রশান্ত হালদার,** পিতা - কৃত্তিবাস হালদার **ঘ. UBINKOLKOG1921**	ক. ৯,২৬,০০০.০০ টাকা খ. ৯২,৬০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ দর বৃদ্ধির পরিমাণ ৯,২৬০.০০ টাকা	ক. ২১,৬৩,৯০৮.১৩ টাকা (একুশ লক্ষ তেষট্টি হাজার নয়শত আট টাকা এবং তের পয়সা মাত্র) **সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও খরচ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে।** খ. শ্রী শমীক কুন্ডু (মো: ৭৭৩৮৯৩৮৯৯৮)	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.unionbankofindia.co.in** এবং **BAANKNET** পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের **BAANKNET ই-কমার্সের ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।

যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য **BAANKNET হেল্পডেস্ক ৮২৯১২২০২২০ এবং ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** পরিচালন / রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **https://baanknet.com আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে https://baanknet.com সাহায্য নিন। সহায়ক নম্বরগুলি '৮২৯১২২০২২০' দেখুন BAANKNET পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।**

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. ''**যেখানে যা আছে**'' এবং ''**যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**'' এবং ''**যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে**'' বিক্রয় করা হবে, এবং ''অন লাইনে'' পরিচালিত হবে।

২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট
   (ক) **https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx এবং www.unionbankofindia.co.in**
   (খ) **https://baanknet.com** দরদাতারা **https://baanknet.com** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য ''**নির্দেশিকা**'' পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
   ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
   ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
   ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
   ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত BAANKNET পোর্টালে লগ ইন করতে হবে।

৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।

৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ৩০.০৭.২০২৫ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে।**

৫. **ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় নিলামের সময় শেষ হওয়ার আগে ইএমডি জমা দিতে হবে এবং সম্পত্তি আইডির সাথে লিঙ্ক/ম্যাপ করতে হবে। কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে ইএমডির পরিমাণ আগে থেকেই সম্পত্তি আইডির সাথে জমা এবং লিঙ্ক/ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

৬. **পরিদর্শনের তারিখ – ২৯.০৭.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত।**

৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।

৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।

৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। **BAANKNET** ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।

১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)

১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।

১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।

১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।

১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।

১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।

১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডের ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ১১.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৮.০৭.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	ঋণগ্রহীতা : **ক) শ্রীমতি রিয়া ঘোষ, খ) শ্রীমতি এস এস রামসুব্রহ্মমনিয়ান উভয়ের সাকিন :** ফ্ল্যাট নং ৭০৩, ৮মতল, টাওয়ার সি-৬, ইডেন সিটি, মহেশতলা, হোল্ডিং নং বি-১৯০/এ/১, নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, ওয়ার্ড নং ৩১, কলকাতা : ৭০০১৩৭ **এবং** ফ্ল্যাট নং ৪/এফ/১, বাটা হাউসিং কমপ্লেক্স বাটা ফ্যাক্টরির নিকট, বাটা নগর, মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩৭ **এবং** শিববাটী, ডা. এস পি ঘোষ রোড, বাগবাজার চন্দননগর, হুগলি : পিন : ৭১২১৩৬।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৭০৩, টাইলস মেঝে, লিফট সুবিধা সহ, ৮মতলে, টাওয়ার সি-৬, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৩৬ বর্গফুট কমবেশি , ইডেন সিটি মহেশতলা, পুরসভা হোল্ডিং নং বি১-৯০/এ/১, নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, পো : সারেঙ্গাবাদ, থানা : মহেশতলা, মৌজা : সারেঙ্গাবাদ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ওয়ার্ড নং ৩১, মহেশতলা পুরসভা অধীন এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ উক্ত টাওয়ারের চাতাল এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের উক্ত রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সে। উক্ত **সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-২৩৬৮-২০১৮ সালের, সম্পত্তি এস এস রামসুব্রহ্মনিয়াম এবং শ্রীমতি রিয়া ঘোষ এর নামে,** এবং নথিভুক্ত এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৭৭৪৩ খেরে ৭৭৭৮৯, দলিল নং ১৬০৭০২৩৬৮-২০১৮ সালের। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের দখলীকৃত)।**	৩৪,৪৩,৪০৬.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ ছয় টাকা) ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ০১.০৩.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ **যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪**	২৭,৬০,০০০.০০ টাকা / ২,৭৬,০০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা — **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৭.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১২.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭২৯১৪৯

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৯.০৭.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রী সন্দীপ কুমার গুপ্ত,** পিতা প্রয়াত নগেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত, **ঠিকানা :** ১ : ৭, নিতাই চরণ দত্ত লেন, জৈন মন্দিরের নিকট, হাওড়া : ৭১১১০১,ঠিকানা ২ : ফ্ল্যাট নং ১০২, ২য়তল, শান্তি আবাসন, হোল্ডিং নং ৬/৩/১/এ, তারা চাঁদ পোল্লে লেন, পো : ব্যাঁটরা, থানা : শিবপুর, হাওড়া : ৭১১১০১।	**২২,৭৩,৫০১.০০ টাকা (বাইশ লাখ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশ এক টাকা) ০৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ **যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯১৪৯**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, দুই বেডরুম, এক লিভিং, এক ডাইনিং তথা কিচেন এরিয়া, এক পৃথক প্রিভি এবং বাথ রুম ইত্যাদি সহ ফ্ল্যাট নং ১০২ পরিমাণ আনুমানিক ৬৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি, দক্ষিণ দিকে ২য়তলে, জি-৩ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বার্থ সহ, মকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ ৩ কাঠা ১০ ছটাক ৬ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত জি-৩ তলা ভবন , হাওড়া পৌর নিগমের হোল্ডিং নং ৬/৩/১/এ, তারা চাঁদ পোল্লে লেন, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, ওয়ার্ড নং ২৫, জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা রেজিস্ট্রার হাওড়া অধিক্ষেত্রে। **সম্পত্তি শ্রী সন্দীপ কুমার গুপ্ত এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৮০২৫-২০১২ সালের,** সিডি ভল্যুম নং ২২, পৃষ্ঠা ৩৮১৪ থেকে ৩৮৪৪, নথিভুক্ত বুক নং ১, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**	২১,৩২,০০০.০০ টাকা / ২,১৩,২০০.০০ টাকা / ১০,০০০.০০ টাকা — **পর্যবেক্ষণের তারিখ ২২.০৭.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১২.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — এলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পোঃঅঃ- কল্যাণী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **৩০.০৭.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে ''**যেখানে যেমন আছে**'', '' **যা আছে তা আছে**'' এবং ''**সেখানে যা কিছু আছে**'' ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **২,৯৮,৪০,৩৫৫.৪৩ টাকা** (দুই কোটি আটানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চান্ন টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই + এমওএক্স/এমএলই = ১,৯৩,৫৯,৩৫৬.৮৭ টাকা + ৯৫,০১,১৪৬.৬২ টাকা + ৯,৭৯,৮৫১.৯৪ টাকা) **১৯.০৬.২০২৫** অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার- ১, শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস ও অংশীদার- ২, শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা),** বাগমোড় রাণী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৪৫ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. **শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল- ৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার তথা বন্ধকদাতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ২. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল - ৫০২৯১৯২৪০০৬ এর ঋণগ্রহীতা তথা গ্যারান্টার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৩. **মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (পার্টনার -১, শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং পার্টনার ২, শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৪. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা গ্যারান্টার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৫. **শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা গ্যারান্টার তথা জামিনদার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **খ) কল্যাণী আই.ই. শাখা**	**শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস** স্বামী- সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস -**এর নামে থাকা** জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং. ৮৩১ তারিখ- ৩১.০১.২০১৩ এবং বিক্রয় দলিল নং. ৮৩২ তারিখ ৩১.০১.২০১৩ হোল্ডিং নং ৭১/৫৯১৮০ বাগমোড় রানি রাসমনি ঘাট রোড, পোস্ট- কাঁচরাপাড়া, থানা- বিজপুর জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা ওয়ার্ড নং ২ হালিশহর পৌরসভার অধীনে। এলাকা- ৩.১২৫ কাঠা(মোট ৪৪২৫ বর্গফুট)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তরে- ২০ ফুট চওড়া রানী রাসমনি ঘাট রোড, পূর্ব দিকে- ১০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণে- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন, পশ্চিমে- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন দ্বারা ।	**২,৯৮,৪০,৩৫৫.৪৩ টাকা** (দুই কোটি আটানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চান্ন টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই + এমওএক্স/এমএলই = ১,৯৩, ৫৯,৩৫৬.৮৭ টাকা + ৯৫, ০১,১৪৬.৬২ টাকা + ৯,৭৯, ৮৫১.৯৪ টাকা) **১৯.০৬.২০২৫** অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	**ক) ১,০৬,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১০,৬০,০০০.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30101515060** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ৩০.০৭.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি- support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস **এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের** জন্য অনুগ্রহ করে - **support.ebkray@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** সঙ্গে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ অংশীদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১১.০৭.২০২৫
স্থান : কল্যাণী আই.ই.

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আমরা এখানে ১৯.০৬.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত আমাদের পূর্ববর্তী বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করছি এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) -এর রুলস ৬(২) এবং ৮(৬) অনুযায়ী এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নতুন করে প্রকাশ করছি।

কানাডার ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের বার্তা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১১ জুলাই: কানাডার ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন, ১ অগাস্ট থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে দেওয়া এক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। এই চিঠিতে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। যদি কানাডা আমেরিকার পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করে সে ক্ষেত্রে তিনি হার বৃদ্ধি করতে রেয়াত করবেন না, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প।

কপিল শর্মার রেস্তোরাঁয় গুলিবর্ষণ, প্রতিক্রিয়া টিম 'ক্যাপ'স ক্যাফে'র

নয়াদিল্লি ও সার (কানাডা), ১১ জুলাই: কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সার শহরে কপিল শর্মার নতুন রেস্তোরাঁ 'ক্যাপ'স ক্যাফে'তে গুলি চলার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খলিস্তানি জঙ্গি হরজিত সিং লাড্ডি এই হামলার দায় স্বীকার করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই ঘটনায় অন্তত ৯ রাউন্ড গুলি চালানো হয়, তবে কেউ আহত হননি। 'ক্যাপ'স ক্যাফে' জনপ্রিয় ভারতীয় কমেডিয়ান কপিল শর্মা এবং তাঁর স্ত্রী গিনির রেস্তোরাঁ শিল্পে প্রথম পদক্ষেপ। কয়েক সপ্তাহ আগেই এই ক্যাফে উদ্বোধন হয়েছে। এই ঘটনার পর একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করা হয়েছে। টিম 'ক্যাপ'স ক্যাফে' এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে। পাশাপাশি এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা মানুষকে একত্রিত করার জন্য এবং তাদের একটি দুর্দান্ত কফি অভিজ্ঞতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ক্যাফেটি শুরু করেছি। আমাদের এই স্বপ্ন হিংসার শিকার হওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বর্তমানে, আমরা এই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি, তবে আমরা পিছু হটব না।' এর পাশাপাশি পাশে থাকার জন্য অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন কপিল শর্মার টিম 'ক্যাপ'স ক্যাফে'। বলেছে, 'আপনাদের সমস্ত সমর্থনের জন্য আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ। এই কঠিন সময়ে আপনারা যে বার্তাগুলি পাঠিয়েছেন, যে প্রার্থনা করেছেন তা আমাদের কাছে যথেষ্ট অর্থবহ। আপনাদের এই ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের জন্য আমরা সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকব।'

প্রসঙ্গত জানা যায়, এই গুলিবর্ষণের ঘটনার পর, শুধু কপিল শর্মা নয় সার অঞ্চলের অন্যান্য ভারতীয় উদ্যোক্তারা ভীত। এখানে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায় কানাডিয়ান সরকারের কাছে অবিলম্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছে। ভারতীয় মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবছে স্থানীয় প্রশাসন।

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের সমালোচনা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই: প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরকে নিশানা করে কেন্দ্রের তোপের মুখে পড়লেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তাঁর মন্তব্যকে লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেছে বিজেপি। তাঁর এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে শুক্রবার বিজেপি নেতা তরুণ চুগ বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী বিদেশে যে সম্মান পান তা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য গর্বের বিষয়। যে দেশই হোক না কেন, যখন ভারতের নেতৃত্বকে বিশ্ব মঞ্চে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়, তখন সেই মুহূর্তটি সমগ্র ভারতের মর্যাদার প্রতীক হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী ভাগবত মানের বক্তব্য লজ্জাজনক এবং প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য অপমানজনক। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা এক বিবৃতিতে তরুণ চুগ বলেছেন যে, একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্য কেবল

প্রধানমন্ত্রীর জন্যই নয়, সমগ্র দেশ এবং পঞ্জাবের মতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য অপমান। তিনি বলেছেন যে এই ধরনের অহংকার আর সহ্য করা হবে না। ভগবন্ত মান-এর দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করা উচিত।

উল্লেখ্য, এক জনসভায় পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, প্রধানমন্ত্রী কোথায় যেন গিয়েছিলেন। আমার মনে হয় ঘানায়। তিনি এবার দেশে ফিরছেন এবং তাঁকে স্বাগত। ভগবান জানেন, কোন কোন দেশে গিয়েছিলেন- ম্যাগনেসিয়া, গ্যালভিইসিয়া, তারভেসিয়াখ। এভাবেই আজগুবি সব নাম করে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরকে নিশানা করেন এএপি নেতা পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। বলেন, উনি ১৪০ কোটি মানুষের দেশে থাকছেন না। ১০ হাজার জনসংখ্যার দেশে গিয়ে সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন।

ভুবনেশ্বরে 'সংবিধান বাঁচাও' সমাবেশে ভাষণ রাহুল গান্ধির

ভুবনেশ্বর, ১১ জুলাই: ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিহারে 'ভোট চুরি'র ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে, রাজ্যের ভোটার তালিকার 'নিবিড়' সংশোধনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ একথা বলেছেন তিনি। শুক্রবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে 'সংবিধান বাঁচাও' সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল গান্ধি দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন বিজেপির একটি শাখা হিসেবে কাজ করছে। রাহুল বলেন, বিজেপি সংবিধানের ওপর আক্রমণ

করছে। মহারাষ্ট্রে যেমন 'ভোট চুরি' করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই বিহারেও 'ভোট চুরি' করার চেষ্টা করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন 'ভোট চুরি'র জন্য একটি নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। নির্বাচন কমিশন বিজেপির একটি শাখা হিসেবে কাজ করছে, তারা নিজের কাজ করছে না।

ময়দান

গিলের ব্যর্থতার দিনে স্বস্তি বুমরাহের স্পেল! দ্বিতীয় দিনের শেষে কিছুটা পিছিয়ে ভারত

লর্ডস, ১১ জুলাই: লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় দিন ভারতের জন্য ছিল মিশ্র অভিজ্ঞতায় ভরা। দিনের শুরুটা ইংল্যান্ডের আধিপত্য দিয়ে হলেও, দিনের শেষে আলোচনার কেন্দ্রে ভারতীয় তারকা জশপ্রীত বুমরাহ ও চোটের পরও ব্যাট করতে নামা ঋষভ পন্থ। তবে ম্যাচে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হলে বাকিদেরও এগিয়ে আসা দরকার ; সেখানেই রয়ে গেল চিন্তার জায়গা। দিনের শুরুতে ইংল্যান্ড তাদের ইনিংস এগিয়ে নেয় ২৫১ রানে ৪ উইকেট থেকে। আগের দিন ৯৯ রানে অপরাজিত থাকা জো রুট দ্বিতীয় দিনের প্রথম বলেই বাউন্ডারি মেরে পূর্ণ করেন তাঁর ৩৭তম টেস্ট সেঞ্চুরি। তবে খুব বেশিক্ষণ তিনি উইকেটে থাকতে পারেননি। ১০৪ রানে

হারিয়ে ফেলেন, যার সুযোগ নিয়ে ইংল্যান্ডের টেলএন্ডাররা আরও ১১৬ রান যোগ করে দলকে ৩৮৭ রানে পৌঁছে দেন। এখানেই একটি বড় প্রশ্ন উঠে আসে ; আকাশ দীপকে নিয়ে। এজবাস্টনে দুর্দান্ত বল করা এই তরুণ লর্ডসে সম্পূর্ণ উইকেটশূন্য। তাঁর লাইন-লেংথ অনিয়মিত ছিল এবং বলেও গতি ছিল না যথেষ্ট। ভারতের ব্যাটিং শুরু হয় দিনের শেষে। ৩৮৭ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় ভারতের স্কোর ১৪৫/৩। পিছিয়ে ২৪২ রানে। উদ্বোধনী ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল, অধিনায়ক শুভমান গিল এবং ৩ নম্বরে নামা করুণ নায়ার তিনজনেই ব্যর্থ। বিপক্ষের পেসারদের বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন তারা। এই পরিস্থিতিতে

জশপ্রীত বুমরাহর বলে ক্লিন বোল্ড হন তিনি। সেই থেকেই বুমরাহর স্পেল ঘূর্ণি তোলে লর্ডসে। দ্বিতীয় টেস্টে বিশ্রামে থাকার পর এই ম্যাচে ফিরে বুমরাহ নিজের জাত চেনান। ৫ উইকেট শিকার করে লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নিজের নাম তোলেন ভারতের এই পেস স্মন্ত্রশ্বন্ত্রথত্ম। তাঁর বলে বেন স্টোকসের স্টাম্প ছিটকে যাওয়ার দৃশ্য ছিল টেস্টের সেরা মুহূর্তগুলির একটি। পরপর বলেই ফেরান ক্রিস ওকসকে, ফলে এক বলের ব্যবধানে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত জোফ্রা আর্চারের উইকেট নিয়ে নিজের পঞ্চম শিকার সম্পূর্ণ করেন তিনি। ভারতের অন্য সফল বোলার ছিলেন মহম্মদ সিরাজ। তিনি ফিরিয়ে দেন দু'জন হাফসেঞ্চুরি করা ব্যাটার ; জেমি স্মিথ ও ব্রাইডন কার্সকে। তবে বল একটু পুরনো হতেই ভারতীয় বোলাররা কার্যকারিতা

ব্যাট হাতে নামেন চোটগ্রস্ত ঋষভ পন্থ। তাঁর আগমন ছিল একরাশ সাহসের প্রতীক। হাঁটতে কষ্ট হলেও দলের প্রয়োজনে তিনি ব্যাট হাতে নামেন, লড়াইয়ের বার্তা দেন। এই অবস্থায় বুমরাহর পাঁচ উইকেট নিঃসন্দেহে ম্যাচে ভারতীয় প্রাপ্তি। তবে যেভাবে ব্যাটিং ভেঙে পড়েছে, তাতে প্রশ্ন উঠছে ভারতের ব্যাটিং মনোভাব ও স্কিল নিয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকলেও, ইংল্যান্ডের ৩৮৭ রানের পাহাড় টপকাতে গেলে দলের সবাইকেই অবদান রাখতে হবে। একা বুমরাহ কিংবা পন্থের সাহস দিয়ে জয় সম্ভব নয়। সুতরাং, লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ভারত যা পেল, তা হল বুমরাহর অসাধারণ স্পেল এবং পন্থের চেষ্টাকে কুর্নিশ। তবে দিনের শেষে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে চিন্তার ভাঁজই বেশি, কারণ লড়াইটা এখনও অনেকটা বাকি।

জর্জের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটি স্টেডিয়ামে কলকাতা লিগে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে ম্যাচে জয়ের হ্যাটট্রিকের সুযোগ ছিল মোহনবাগানের। সেই সুযোগ হাতছাড়া করল ডেগি কার্ডোজোর দল। জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল মোহনবাগান। গোটা ম্যাচ জুড়েই যেন দুই দল নিজেদের দুর্গ বাঁচিয়ে খেলল।

দুই দলই তেমন জোড় দিয়ে আক্রমণে যায়নি। মোহনবাগান বেশ কিছু সুযোগ পেলেও তা হাতছাড়া হয়। ম্যাচের শেষদিকে মোহনবাগানের আদিল আব্দুল্লা বড় সুযোগ পেয়েছিল। জর্জ গোলকিপার রাকেশ বাহাদুর বাঁচিয়ে দেন। অন্যদিকে জর্জ তুলনামূলক কম সুযোগ পেয়েছে। গত ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় দলে ছিলেন না সালাউদ্দিন আদনান। প্রথম একাদশে শুরু করেন শিবম মুণ্ডা ও গুরনাজ সিং গ্রেওয়াল।

ম্যাচ শুরুর আগে নৈহাটির ভিআইপি বক্সে মোহনবাগান ফুটবলারদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। নিত্যদিন কলকাতা লিগের খেলায় নৈহাটির প্রেসবক্সে এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। ফুটবলাররা কিছুক্ষণ সিঁড়িতেই অপেক্ষা করে বাইরে গ্যালারিতে গিয়ে বসেন। শেষমেশ দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর সময় ফুটবলাররা বক্সের ভিতরে বসেন।

কলকাতা লিগের অন্যান্য ম্যাচগুলির ফলাফল ২-০ গোলে রেলওয়ে এফসিকে হারিয়ে জয়ী কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। মেসারার্সকে ২-১ গোলে বেহালা এস এস।

পল্টু দাসের ভাবনার বাস্তবায়ন ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব স্কুল অফ এক্সেলেন্সের উদ্বোধন হল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের রূপকার জীবন দাসের (পল্টু দাস) স্বপ্নের প্রকল্প ছিল এটি। খুদে প্রতিভাদের ফুটবল তথা জীবনের জ্ঞানে শিক্ষিত করবে এই স্কুল। সেই সব খুদে প্রতিভাদের ভবিষ্যতে ভারতীয় ফুটবলে জায়গা করে দেওয়ার লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। বাংলার বিভিন্ন জেলা এমনকি বাইরের রাজ্যেও বিস্তারিত হবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই ভাবনা।

ফুটবল, ক্রিকেট দিয়ে কাজ শুরু হলেও পরবর্তী কালে হকি, অ্যাথলেটিক্সে প্রসার বাড়ানো হবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি মুরারী লাল লোহিয়া সহ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ, হেড অফ

ফুটবল থাংবই সিংটো এবং ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী, দেবজিৎ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল স্কুল অফ এক্সেলেন্স নিয়ে ক্লাব সভাপতি মুরারী লাল লোহিয়া বলেন, আইএসএল আমাদের কোনও সাহায্য করছে না। আজকাল প্রতিভাদের নাম জানা যায় না। কোনও ভালো ফল দেখতে পারছি না। আমরা চেষ্টা করব প্রতিভা অন্বেষণ করে ভারতীয় ফুটবলকে সাহায্য করার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একাধিক প্রাক্তন ফুটবলাররা। সৌরভ ও ঝুলন দুজনের হাতেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আজীবন সদস্যপদ তুলে দেওয়া হল।

এক ফ্রেমে তিন কিংবদন্তি। যেখানে মধ্যমণি হয়ে সচিন তেন্ডুলকর লিখলেন, 'উইম্বলডনে স্ট্রবেরি আর ক্রিমের চেয়ে মিষ্টি আর কী হতে পারে? একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম স্যান্ডউইচের মাঝখানে নিজেকে খুঁজে পাওয়া।' ছবিতে সচিনের দু'পাশে একজন হলেন রজার ফেডেরার, অন্যজন হলেন বিয়ন বর্গ।

ভারতের বিরুদ্ধে ৩ হাজার রান করা প্রথম ব্যাটসম্যান হলেন জো রুট

লন্ডন, ১১ জুলাই: বৃহস্পতিবার লর্ডসে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফির তৃতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে টেস্টে ৩ হাজার বা তার বেশি রান করা প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে জো রুট রেকর্ড গড়লেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক দলের বিপক্ষে তার ৬০তম ইনিংসে এই মাইলফলক অতিক্রম করেন। এই ইনিংসে তিনি তার ১৩তম অর্ধশতরান হাঁকান। ভারতের বিপক্ষে রুটের ১০টি শতক রয়েছে এবং গড়ে ৫৭-রও বেশি।

ভারতের বিপক্ষে তাঁর সর্বোচ্চ, ২১৮ রান, ২০২১ সালে ইংল্যান্ডের ভারত সফরের সময় চেন্নাইতে এসেছিল। ভারতের বিপক্ষে রিকি পন্টিংয়ের সেরা রেকর্ড রয়েছে, তিনি ৫১ ইনিংসে ৫৪ গড়ে ২,৫৫৫ রান করেছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 98/2025-26 & Memo No.: 797, Date: 11.07.2025,** for **03 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **18.07.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

OFFICE OF THE
DASKALGRAM KAREYA-II NO GRAM PANCHAYET
BALIYARA BUS STAND,
P.O: KAREYA, DIST. BIRBHUM,
WEST BENGAL, PIN CODE -731302
NIT NO.- e-tender/01/ D.K.II. G.P./ 2025-26, e-tender/02/ D.K.II. G.P./ 2025-26
E-tender is invited for 9nos civil works. Bid submission start date: **12/07/2025 End date: -22/07/2025** For more details, Please visit **www.wbtender.gov.in** or Office notice board.
Sd/- PRODHAN
DASKALGRAM-KAREYA II NO. GRAM PANCHAYET

KAMRA GRAM PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **KGP/260/2025, KGP/NIT/261/2025, Date : 01/07/2025** At different place within at KAMRA Gram Panchayat. Last date of online submission is 16/07/2025. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Kamra Gram Panchayat
B/Budge II, South 24 Parganas

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No:- 06/2025-26 (1st Call)
Memo No: 518/GM Dated : 11.07.2025
Following e-Tender is invited by this Municipal Authority for 7 no. development works in different wards under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tenders is on 30.07.2025 up to 12.00 P.M. For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

OFFICE OF THE
PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
Mobarakpur, Panchgram, Nabagram, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender **No:- 05/PGP/5th SFC/Untied & Tied/2025-26,** Prodhan, **Panchgram Gram Panchayat** invited e-Tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned work. The Last date of online Bid submission of tender is **18/07/2025 up to 18.00 hours** For details please visit website. **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Panchgram G.P

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৫৫৭, তারিখ ১০.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **'ই'-টেন্ডার নং. ঃ এসডিএসটিই/ টেলি/ টি/১০/২৫-২৬/সিএপি.আরইভি; স্থানসহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের সেইসব স্টেশনে সিআইবি (আইপিআইএস সিস্টেম)-এর ব্যবস্থা, যেখানে মেল এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ/যাত্রা শুরু করার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে এবং তিন বছরের গ্যারান্টি মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৫ বছরের জন্য সিস্টেমের সিএমসি প্রদান; **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ৮,১২,১৫,৭৬৪.৫৫; বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবে ঃ ₹ ৫,৫৬,১০০.০০; কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ ০৬ মাস; টেন্ডার জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ঃ ২২.০৭.২০২৫; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ০৫.০৮.২০২৫** তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ ০৫.০৮.২০২৫** তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে; **বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in প্রযুক্তিগত যোগ্যতার মানদণ্ড ঃ** টেন্ডারদাতাকে গত ০৭ (সাত) বছরে, যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, আগের মাসের শেষ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত শ্রেণীর যেকোনো একটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে হবে ঃ (i) তিনটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (ii) দুইটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (iii) একটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন বা 'ভি' হতে হবে, যেটি কম হবে; যেখানে ভি = টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকা, এন = কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট অনুসারে, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিন আর্থিক বছরে ''মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদান'' এর গড় হিসাবে গণনা করা হবে। তবে, যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/ নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে, তাহলে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাদের জিসিসি ২০২২ (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)-এর অ্যানেক্সার-ভিআইবি অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে, সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়িত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট / নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সার্টিফিকেট। **অন্যান্য নথি জমা দিতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। **অনুরূপ কাজের প্রকৃতি ঃ** ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড/কোচ গাইডেন্স সিস্টেম/পিএ সিস্টেম/ঘড়ি/আইপিজেএস/টাচ স্ক্রিন ইনকোয়ারি সিস্টেম/ডিসপ্লে বোর্ড সরবরাহ ও স্থাপনের যেকোনো কাজ। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের দাবির সমর্থনে নথিপত্র জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমাকৃত প্রমাণপত্রের সমর্থনে নথি/ শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
SDAH-118/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDQ/NIT-025e/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_877408_1.Type of Work:-** Purchase of an Ambulance. Bid Submition End Date:**-25-07-2025 at 05:00 PM.** Bid Open Date:- **28-07-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.In** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D
Chairman,
Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-039e/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_877322_1.Type of Work:-** Construction of Mukta Mancha. Bid Submition End Date:**-25-07-2025 at 05:00 PM.** Bid Open Date:- **28-07-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D
Chairman,
Nabadwip Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Beutification work of Amousement park under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/44/BM/2025-26/PWD
Date: 11.07.2025
Tender ID: 2025_MAD_877627_1, 2025_MAD_877627_2, 2025_MAD_877627_3
1. Bid Submission Start date- **11.07.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **17.07.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **21.07.2025 at 5.00 PM.** 4. Bid opening date- **23.07.2025 at 5.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality..
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
NIT No. 03-TN/EE/P&D/25-26 তারিখ : ০৮.০৭.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পিঅ্যান্ডডি), **এইচএমসি এনআইটি অনুযায়ী হাওড়া পৌর নিগমের অধীনে ১ টি কাজের জন্য** সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং পিঅ্যান্ডডি বিভাগীয় ওয়েবসাইট **https://wbtenders.gov.in** থেকে। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২১.০৭.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।**
এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
৭৮(২)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
১১.৭.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/193/ 25-26 Dated 11.07.2025	Repairing & Renovation of black top road at Mitrapara 2nd lane at Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,06,411.00
WBMAD/ULB/RSM/194/ 25-26 Dated 11.07.2025	Construction of Concrete Road and Covered Surface Drain At Bagher Danga Najrul Pally East Side of Main Road Near House Of Parameshwar Roy To Kamal Paik In Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 9,83,682.00

Bid Submission end date: **21.07.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 164 to 175/2025-2026, Dated- 11-07-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Howrah, Nadia, Paschim Medinipur, Purulia, Purba Medinipur North 24 Parganas and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **12-07-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **25-07-2025 upto 3.00 pm**
Date: 11.07.2025 **Sd/- Executive Engineer**

খড়গপুর ডিভিশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএম/জি-৩০/২/পার্কিং/সিপিআরও/২৫/০৯ **তারিখ: ১০.০৭.২০২৫**
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, কলাইকুন্ডায় পাঁশকুড়া, দেউলটি (সাউথ) -এ টু হুইলার পার্কিংয়ের জন্য পার্কিং লট এবং মিশ্র পার্কিংয়ের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করছেন। **নিলাম ক্যাটালগ নং: পার্কিংকেজিপি২৫-০৯, নিলামের তারিখ: ২৫.০৭.২০২৫, নিলাম শুরুর সময়: ১১:00 টা এবং বন্ধের সময়: ১১.৫০ টা, যা https://www.ireps.gov.in/website**-এ অবহিত করা হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ এবং ঠিকাদারদের এটি নোট করতে হবে এবং ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত এবং সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটটি দেখতে হবে। কোন জিজ্ঞাসা/স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-385) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/খড়গপুর**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার ● ১২ জুলাই ২০২৫ ● পেজ ৮

সনজিদা খাতুন

ওপার বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির অপরাজেয় বীরাঙ্গনা

স্বপনকুমার মণ্ডল

গত সপ্তাহের পর

এটি কোন আদর্শের কথা নয়,এটি একটা বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।' সেক্ষেত্রে প্রগতিশীল চেতনায় অবিভাজ্য বাঙালিসত্তাই অচিরেই ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় অস্বীকারে শিকারে পরিণত হয় । 'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তা ও তার সংস্কৃতি। ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় মুসলিমদের ঐক্যচেতনাতেও প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল। সেখানে পাকিস্তানের অধীনে পূর্ব বাংলায় জাতীয় সংহতিতে তাঁকে বর্জন করার চেতাবনি প্রকাশ্যে চলে আসে । ১৯৫১-র আগস্টে সরকারি 'মাহে নও' পত্রিকায় সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়, 'সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো-বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি ।' সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে বাঙালিসত্তার সঙ্গে ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করেছিল তা তাঁকে অস্বীকারের মধ্যেই তাঁর অবিস্মরণীয় স্বীকৃতি লাভ করে । সেদিক থেকে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের মদতপুষ্ট গোঁড়া মুসলিমদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রয়াস জারি ছিল, অন্যদিকে তেমনই মুক্তচিন্তার মুসলিম মানসে তাঁকে ধারণ করে এগিয়ে চলার সক্রিয়তাও প্রকট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের অধীনে থেকেও বাঙালি সত্তার জাগরণে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পাথেয় হয়ে ওঠে । মুক্তচেতনার আলোয় বা মুক্তবুদ্ধির আধারে 'পাকিস্তানি সাহিত্য সংসদ' -এর ছায়ায় তাঁর প্রভাব ক্রমশ বিস্তার লাভ করে । সেদিক থেকে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালিসত্তার আত্মিক সংযোগ গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী ধর্মীয় বিদ্বেষে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারে পাকিস্তান সরকারের সক্রিয় উদ্যোগেই তাঁর অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আরও স্পষ্ট বোঝা যায় । ভাষা আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ গান পাথেয় হয়ে ওঠে । তাঁর প্রভাব কত তীব্র আবেদনক্ষম ছিল,তা সে দেশের রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক সনজিদা খাতুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই ফুটে ওঠে । সনজিদা তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে বাঙালি জাতিসত্তার সন্ধান' নিবন্ধে (আবুল হাসনাত সম্পাদিত 'সার্ধশতজন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা',২০১২) অকপটে সেদিনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে লিখেছেন 'বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি স্মারক অনুষ্ঠানগুলিতে 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' এবং 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানের বাণী সৌন্দর্য ও সুরময় আবেগ যুগপৎ বাঙালি হৃদয়কে আলোড়িত করেছে । 'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর, পূর্ণ কর' গানখানি রবীন্দ্রনাথ যেন ভাষা-শহীদদের উদ্দেশে গাইবার জন্যেই লিখে গেছেন, এমন মনে হয়েছে । ব্রিটিশ আমলে কংগ্রেস নেতাদের ইংরেজি বক্তৃতা শুনে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের গান তথা 'কল্পনা' কাব্যের কবিতা 'সে আমার জননী রে' আমরা গেয়ে উঠেছি আমাদের মাতৃভাষার অবমাননায় ব্যথিত হয়ে।' সেক্ষেত্রে 'রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী আমাদের কাছে নবজন্ম লাভ করেছে' মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । সনজিদা খাতুনের মনোভাবের মধ্যেই বাঙালিসত্তায় রবীন্দ্রনাথের অবিচ্ছেদ্য প্রভাব নিবিড়তা লাভ করে ।

অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বাঙালির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাই সেক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পথের আলো হয়ে ওঠে । সেই আলোর প্রদীপ্ত দীপশিখা সম্পর্কে পাকিস্তানপন্থী ধর্মান্ধ বাঙালি মুসলিম থেকে পাকিস্তানি সরকার কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন । এজন্য ভাষা আন্দোলনের তীব্রতায় বিপর্যস্ত হয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬তে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিলেও বাঙালিসত্তাকে অস্বীকারে সক্রিয় হয়ে ওঠে । ১৯৫৭-তে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয় । এছাড়া বাংলা ভাষার স্বীকৃতি মিললেও বাঙালির স্বীকৃতি বিপন্নতাবোধে সে দেশে সরকারবিরোধী আন্দোলনে জারি থাকে যা মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয় । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই সে দেশের বাঙালির আশ্রয় হয়ে ওঠেন । বিশেষ করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে উদযাপনের মধ্য দিয়ে সে দেশের বাঙালির চেতনারও আত্মজাগরণ ঘটে, বন্ধনমুক্তির হাতছানিও মেলে। সনজিদা খাতুনের উক্ত নিবন্ধের ভাষায় ' রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, আমরা তাঁর ঐশ্বর্যময় সৃষ্টির উত্তরাধিকারী — অনুষ্ঠান-মালার ভিতর দিয়ে এই কথাটি জোরেশোরে জানান দেওয়া হয়েছিল । তাঁকে অবলম্বন করে আমরা বাঙালিত্বের পথে যাত্রী হবার শপথ নিয়েছিলাম, তিনি হয়েছিলেন পথের সাথী।' সে বছরই রমনার বটবৃক্ষের ছায়ায় গড়ে ওঠে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারে অনন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট'। তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা হিসেবে সনজিদা খাতুনের অনন্যসাধারণ ভূমিকা পরবর্তীতে তাঁকেই তার অভিভাবকের আসনে ইতিহাসনন্দিত করে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে । সেক্ষেত্রে জাতির সেবায় ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে তাঁর সত্যনিষ্ঠ দায়বদ্ধতা ও নিজেকে উজাড় করা আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায় এবং আজীবন সক্রিয়তা বাঙালির কাছে পরম শ্রদ্ধা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করে নেয় । সনজিদা খাতুনের বহুমুখী প্রতিভার মধ্যেও তাঁর বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারের অবিসংবাদিত ভূমিকা সে দেশের মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে আরও বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই আলোর গুরুত্ব জেগে ওঠে । সেখানে পরাধীন পূর্ব বাংলা থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে সনজিদা খাতুনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শেষ বাতিস্তম্ভটি মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষের তীব্র প্রভাবে ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে তাঁর প্রয়াণে আরও ভয়ার্ত অমানিশা জেগে ওঠে,আবার তার মধ্যেই তাঁর গড়ে তোলা ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির আলোর অভাববোধ আরও প্রকট মনে হয়।

যে যত বড় হয়,তার আত্মত্যাগ তত মহত্ব লাভ করে । জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যই তার ত্যাগের অন্তরায় হয়ে ওঠে,আত্মত্যাগের মহিমায় অসাধারণত্ব লাভ করে । সেদিক থেকে সনজিদা খাতুনের নিরলস অধ্যবসায় ও সত্যনিষ্ঠ আত্মত্যাগ তাঁর সম্ভ্রান্ত বনেদি পরিবারের অভিজাত জীবনের আলোয় অসামান্য বিভূতি ছড়িয়ে দেয়। তাঁর বাবা কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ছিলেন উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথিতযশা স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক । কাজি নজরুল ইসলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন । নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি তাঁর মুক্তমনা উদার প্রকৃতিকে সজীব করে রেখেছিল। সেদিক থেকে পারিবারিক ভাবেই নয় ভাইবোনের মধ্যে সনজিদার জীবন ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত শিক্ষাশোভন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। তাছাড়া পরিবারের মধ্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার বনেদি পরিসরে তাঁর বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবনে তার প্রভাব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । তাঁর ভাই কাজী আনোয়ার হোসেন ছিলেন স্বনামধন্য লেখক । আবার বাবার ঘর ছেড়ে একাকী যাঁর ঘরে গিয়ে সংসার পেতেছেন তাঁর ঘরেও ছিল ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত রাবীন্দ্রিক পরিসর। সনজিদার স্বামী ওয়াহিদুল হক(১৬ মার্চ ১৯৩৩-২৭ জানুয়ারি ২০০৭) সাংবাদিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীততজ্ঞ এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক। তাঁরা প্রায় সমবয়সী (সনজিদা তাঁর চেয়ে মাসখানেকেরও কম ছোট, জন্ম ৪ এপ্রিল) দুজনের মনেই ছিল রবীন্দ্রনাথের মুক্তির অনন্ত আকাশ । দুজনে মিলেই বাঙালি সত্তায় রবীন্দ্রনাথকে একাত্ম করতে সক্রিয় থেকেছেন আজীবন । অন্যদিকে কাজী মোতাহার হোসেন পূর্ব বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তার আন্দোলনে একজন নিষ্ঠাবান সক্রিয় সহযোদ্ধা ছিলেন । ভাষা আন্দোলন থেকে পাকিস্তানি সরকারের রবীন্দ্রবিরোধিতার বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য । সেক্ষেত্রে পারিবারিক ভাবেই সনজিদার মন ও মননে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারের বিষয়টি সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অকুতোভয় মনোভাবের নেপথ্যে তাঁর পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য । অথচ তাঁকে সামনের দিকে লক্ষ্যভেদী করে তোলায় সনজিদার স্বকীয় ভূমিকা তাতে ব্রাত্য হয়ে পড়ে না,বরং আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায়ে তা আরও বনেদি আভিজাত্য লাভ করে । বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় সনজিদার বয়স উনিশ বছর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের প্রথম বর্ষের ছাত্রী । সেখানে পড়ার সময় সনজিদা বাংলার অধ্যাপকের রবীন্দ্র কবিতা পড়ানো শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তখনই তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার জন্য মনস্থির করেন। অন্যদিকে ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন,রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন তিনি। রক্তাক্ত দিনের পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি চারিদিকে ভয়ার্ত পরিবেশের মধ্যে মাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরই ছেড়ে যাওয়া কামরুন্নেসা স্কুলের গলিতে সভা করে বক্তৃতাও দিয়েছেন। সেখানেও সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালোবাসি'। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশের সেই আন্দোলনমুখর দশকেই শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে 'আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি শোনাতে হয়েছে সনজিদাকে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র অনুরাগই তাঁকে ঢাকা কলেজে বাংলায় অনার্স করে (১৯৫৪) শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রতীর্থে গিয়ে

রবীন্দ্রনাথ মানুষের ঐক্যে মানবধর্মের কথা বলেছেন। সেখানে বর্তমান বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের ধর্মের ঐক্যের জেহাদের বিরুদ্ধে সেই মানবধর্ম রক্ষায় সনজিদার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতি পথের দিশারি হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ঐক্যের চেতনায় তাঁর গড়ে তোলা সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাঙালির পাথেয়,বাঙালিত্বের বিশল্যকরণী। সেখানে তাঁর রবীন্দ্র প্রত্যয় জীবন্মৃত বাঙালিকে তার জাতিসত্তায় বেঁচে থাকার স্বপ্ন জাগিয়ে রাখে নিরন্তর, হাতছানি দেয় বারেবারে। রবীন্দ্রনাথের আলোতে সনজিদা নিজেই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বাতিস্তম্ভে পরিণত করে দেশময় তার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন।

উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করায় তীব্র আগ্রহী করে তুলেছিল। সেক্ষেত্রে বিশ্বভারতী থেকে বাংলায় এম এ (১৯৫৫) ও পরবর্তীতে রবীন্দ্রসংগীতের ভাবনার বিষয় নিয়ে পিএইচডি করা (১৯৭৮) ছিল তাঁর উত্তরণে সময়ের অপেক্ষা মাত্র ।

সনজিদা রবীন্দ্রনাথকে যত জেনেছেন,ততই তাঁকে আপন করে যাপন করেছেন । শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তাঁর নিজেকে খুঁজে পাওয়াই তাঁকে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ চলায় সক্রিয় করেছে । সেখানে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বাঙালিসত্তার ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার উদার প্রকৃতির সবুজায়নে তাঁর জীবনব্রত বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । তাঁর সেই লক্ষ্যভেদী অভিযানও শুরু হয়েছিল ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের উদযাপনের মধ্য দিয়ে ।

আসলে বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ বদলে গেলেও স্রোতকে আটকানো যায় না। সেই স্রোত আরও তীব্র আকার ধারণ করে । সেদিক থেকে ধর্মীয় বিদ্বেষে পাকিস্তানি সরকারের রবীন্দ্রবিরোধিতা যত তীব্র হয়েছে,ততই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ করে জাতির মুক্তির পথ খোঁজার প্রয়াস আরও গতি লাভ করে । তার মধ্যেই আসে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে বিশ্বভারতী থেকে এম এ পাশ করে দেশে ফিরে গিয়ে ইডেন কলেজে সনজিদার শিক্ষকতার জীবন শুরু হয়। এদিকে সরকারের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথ জন্মশতবর্ষ উদযাপন করার উদ্যোগের মধ্যেই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ জাতিসত্তার অস্তিত্ব জাহির প্রকট হয়ে ওঠে । ধর্মীয় মৌলবাদী অস্তিত্বে পাকিস্তান সরকারের বাঙালির আত্মপরিচয়কে নিঃস্ব করে দিয়ে রাজত্ব করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সোনার বাংলার বাঙালির জাতীয়তাবোধের জাগরণ স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনে সামিল হয়। সেখানে সনজিদার সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । তখন সরকারের রোষানল এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ অনুষ্ঠানে আতঙ্কিত পরিবেশ। এদিকে সনজিদা বিশ্বভারতী থেকে এম এ পাশ করে এসে ইডেন কলেজের শিক্ষকতা শুরু করেছেন । স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলার দায় অনেক । অথচ তার মধ্যেই মুক্তমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' নাটকের মঞ্চায়নে সময় গান করার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়ে সরকারের নজর এড়াতে তিনি মুখে রুমাল দিয়ে সে গান গেয়েছেন । ইডেন কলেজের পরবর্তীতে সনজিদা কারমাইকেল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ও জাতীয় অধ্যাপক হয়েও প্রতিকূলতার মধ্যেই নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন আজীবন। অন্যদিকে আয়োজন যখন প্রয়োজনে সামিল হয়,তখন আবেদন আরও গতি লাভ করে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ২৪ থেকে ২৭ বৈশাখ চারদিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের সাফল্যের ফলে তা অব্যাহত রাখার স্বার্থে সকলে মিলে রবীন্দ্রনাথের ছায়াতেই একটি নতুন সংগঠন গড়ে ওঠে, তার নাম 'ছায়ানট'। তার নেপথ্যে সনজিদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই যে লক্ষ্য ছিল,তাঁকে সংগঠনটির সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার কথাতেই স্পষ্ট । সরকারি কলেজের চাকরি করায় তা নিতে না পারলেও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবেও গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শেষ পর্যন্ত । অন্যদিকে ওয়াহিদুল হকের একটি স্কুল করার প্রস্তাবে সকলের চাঁদায় ১৯৬৩তে গড়ে ওঠে 'ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন'। তার দায়িত্ব ভার নেন সনজিদা । বাঙালির সাংস্কৃতিক চর্চার পীঠস্থান হিসেবে 'ছায়ানট'-এর ছায়া ক্রমশ বিস্তার লাভ করে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলে। 'ছায়ানট'কে কেন্দ্র করেই সনজিদার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিস্তার লাভ করে । শুধু তাই নয়, সংস্কৃতির মাধ্যমেই তাঁর বাঙালির জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার আয়োজনে 'ছায়ানট' - এর অতুলনীয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে । এজন্য সাংস্কৃতিক ঐক্যেই পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ১৯৬৭-তে আয়ুব খানের আমলে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলে সে বছরেই ১৫ এপ্রিল তথা পয়লা বৈশাখ ঢাকার রমনার বটমূলে 'ছায়ানট' প্রথম নববর্ষ পালন করে। ১৯৭১ বাদে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নববর্ষ উদযাপনের সেই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। বাঙালির সবচেয়ে বড় ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির পরিচয় মেলে নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে । সেক্ষেত্রে প্রথম দিকে 'ছায়ানট'র 'পহেলা বৈশাখ'এর বীজ থেকেই তার মহীরূহ প্রকৃতি ১৯৮৯-এ আনন্দ শোভাযাত্রা' থেকে ১৯৯৬ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'য় পরিণতি ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা । অন্যদিকে ২০১৬-তে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভের নেপথ্যে সনজিদা খাতুনের ধারাবাহিক প্রয়াসই অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বর 'অমর একুশে'র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নেপথ্যেও তাঁর পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য ।

আসলে সনজিদা সচেতন ভাবেই রাজনীতিকে এড়িয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির সত্তাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাঁর পথের সারথি। এজন্য তাঁর বাণীকে হাতিয়ার করেই তাঁর পথ চলা। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও কলকাতা থেকে শিল্পীসাহিত্যিকে ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংঘবদ্ধ করা থেকে সঙ্গীত নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা,শরণার্থীদের উজ্জীবিত করার প্রয়াসে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাও বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । অন্যদিকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেমে থাকেনি,বরং তা আরও গতি লাভ করে । ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নৃশংস ভাবে খুন হলে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে আগে বাঙালির বিপন্ন অস্তিত্ব ধর্মীয় মৌলবাদী চেতনায় যেভাবে হিন্দু-মুসলমানের পরিচয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পর বঙ্গবন্ধুকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার পর সেভাবেই মৌলবাদীদের ধর্মীয় ঐক্যে বাঙালির সঙ্গে বাংলাদেশীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস তীব্রতা লাভ করে। বাঙালির স্বাধীন দেশেও তার ধর্মনিরপেক্ষ সত্তার পথে মৌলবাদীদের ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তার স্বাভাবিক ভাবেই শুধু বাধা হয়ে ওঠেনি, তার অস্তিত্বকেই সমূলে বিনাশে সক্রিয়তা লাভ করে । সেক্ষেত্রে বাঙালির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বাংলাদেশীর স্বতন্ত্র পরিচয়কে তুলে ধরার সক্রিয় উদ্যোগে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করার আয়োজন চলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬-এর ২২ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় গিয়ে এক ভাষণে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকায় সমাজে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সেখানে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট সরকারের প্রসাদধন্য বিত্তশালী সচ্ছল শ্রেণির মধ্যে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি সত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে। আর তা ভালো ভাবে বুঝতে পেরে তার মোকাবিলায় প্রগতিশীল বাঙালি চেতনায় আরও বেশি স্বকীয় সত্তাকে আপন করে যাপন করার সচেতন প্রয়াস তীব্র হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে সনজিদার সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরও বেশি সক্রিয়তা লাভ করে ও দেশময় তার বিস্তারে লক্ষ্যভেদী প্রয়াস ছড়িয়ে পড়ে । 'ছায়ানট'-এর সাংস্কৃতিক পরিসর ক্রমশ বিভাগীয় শহর থেকে জেলা শহরে পৌঁছে যায়। ১৯৮১-তে জাতীয় সংস্কৃতির বিস্তারে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে জেলা থেকে জাতীয় স্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতার জন্য জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ গড়ে ওঠে, দেশময় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে সনজিদার সাধারণ সম্পাদকের গুরু দায়িত্বে অমানুষিক পরিশ্রম করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ছড়িয়ে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারের প্রয়াসই বলে দেয় রবীন্দ্রনাথই ছিল তাঁর আলোকদিশারি। অন্যদিকে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিসরকে নানাভাবে বিস্তারে তাঁর অনন্য ভূমিকা নানা শাখা প্রশাখায় সম্প্রসারিত হয়। তাঁর ব্রতচারী সমিতি,আবৃত্তির জন্য 'কণ্ঠশীলন' সংগঠন তার অনন্য অবদান। সেখানে বাঙালি তার স্বাধীন দেশেও স্বকীয় সত্তায় কেন পরাধীন,তার উত্তর সন্ধানেও সনজিদা রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা রবীন্দ্রনাথই তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধ সংকলনের 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে আত্মশক্তিতে দেশকে নিজের করে পাওয়ার কথা বলেছেন । তাঁর কথায়, 'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' সেক্ষেত্রে বাঙালির জাতিসত্তা বা তার অস্তিত্বেই আত্মশক্তির জাগরণ জরুরি । অথচ সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ধর্মীয় মৌলবাদ। সেখানে ধর্মীয় ঐক্যে মানবিক সম্পর্কই ব্যাহত হয়,তার সাংস্কৃতিক চেতনাও বিপন্ন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে তা স্পষ্ট করে লিখেছেন 'যে-দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়,অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না,সে-দেশ হতভাগ্য । সে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে-দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে-দেশকে বাঁচাতে পারে ।' তা পারে না ভেবেই সনজিদা রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বাঙালির সেই ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিতে তার জাতিসত্তা গড়ে তোলায় আজীবন সচেষ্ট ছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সনজিদার আত্মত্যাগী নির্ভীক প্রকৃতিতে দেশের কাজে আত্মনিবেদিত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বে সে দেশের কমিউনিস্টদের কাছে থেকে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণও এসেছিল। তা তিনি সচেতন ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেন । তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন 'রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নয়, সাংস্কৃতিক আন্দোলনই আমার আসল কাজের ক্ষেত্র । বিশেষ করে, বাংলাদেশ বা বাঙালি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সংরক্ষণ আমার উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্র ।' সে কাজ করতে গিয়ে বাঁধা পেলে বা তাতে তীব্র আঘাত নেমে এলে তিনি থেমে থাকেনি,বরং আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ২০০১-এ রমনার বটমূলে নববর্ষ উদযাপনের সময় আকস্মিক ভাবে বোমাবিস্ফোরণে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অসংখ্য জন প্রাণ হারাণ। তাতে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় বেরিয়ে আসে 'আমরা ত্রস্ত তবে সন্ত্রস্ত নই'। এতে তিনি ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলায় সক্রিয় হয়ে ওঠেননি ,সাধারণ মানুষের মনে না পৌঁছানোর জন্য মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছেন । সে বছরেই তাঁর সেই অভিনব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'নালন্দা'র পথচলা শুরু করে । অন্যদিকে রমনার বটমূলে 'ছায়ানট'-এ তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়েছিল,তা তিনি আজীবন আগলে রেখেছেন । ২০০৭-এ ওয়াহিদুল হকের মৃত্যুর পর সনজিদাই সুস্থ অবস্থায় আজীবন 'ছায়ানট'-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন । সেক্ষেত্রে বাঙালির আত্মশক্তির জাগরণে তাঁর অনিঃশেষ পথচলার লক্ষ্যেই ছিল বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ঐতিহ্য গড়ে তোলা । বঙ্গবন্ধু ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন । সনজিদা বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন । বাঙালির ইতিহাস তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । অথচ স্বাধীন বাংলাদেশেও বাঙালির স্বাধীন চেতনায় সাংস্কৃতিক ঐক্যের অভাবে ধর্মীয় ঐক্যের প্রাধান্য বিস্তার করে । সেখানে মৌলবাদী শক্তি শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই ক্ষান্ত হয় না, ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে বাঙালির সংস্কৃতিকেই ধ্বংস করায় মেতে ওঠে। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির প্রবল পরাক্রমশালী প্রতাপের বিরুদ্ধে সনজিদা খাতুনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী লড়াকু মানসিকতাই ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির মনে অক্সিজেন জুগিয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথের গানই সনজিদার জীবনে দীপশিখা, চরৈবেতির অভয় মন্ত্র । গানের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব তা অতিদ্রুত স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গান ছিল তাঁর মস্ত বড় হাতিয়ার । তাঁর মতো আর কেউ এভাবে রবীন্দ্রনাথকে বা তাঁর গানকে সমাজের বৃহত্তর ও মহত্তর পরিসরে মানুষের সঙ্গে একাত্ম করার জীবনব্রত করতে পারেননি । সেখানে সনজিদা একমেবাদ্বিতীয়ম । অন্যদিকে বাঙালির জাতিসত্তাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের হাতে হাথ রেখে চলার আদর্শে তিনি অতুলনীয় যোদ্ধা । বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি ধর্মীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে তাঁর বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল আসলে বাঙালির মনেপ্রাণে লড়াই । সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদীদের রবীন্দ্রনাথবিরোধিতা থেকে তাঁকে নিষিদ্ধ করে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল বরাবর। সনজিদা মৌলবাদীদের রোষানল উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে বাঙালির জাতিসত্তার ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে যেভাবে অনির্বাণ দীপশিখার মতো রক্ষা করায় জীবনব্রত করেছেন, তাতে সে দেশে বাঙালির বিশ্বাসের বাতিঘরটি অবিরত জেগেছিল। সেখানে তাঁর জীবনের শেষ মাসসাতেকের মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ফলে দেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির জাতিসত্তাই বিপন্নতার ফেরে সর্বস্বান্ত । সেখানে মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষে সংখ্যালঘুদের প্রতি নৃশংস নির্যাতন থেকে হত্যা, লুটতরাজ,ভিটেছাড়া করার আয়োজন চলে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিধর্মীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বই পোড়ানো হয় প্রকাশ্যে। বাংলাদেশের এই দুর্দিনে সনজিদা খাতুনের চলে যাওয়ায় তাঁর অস্তিত্বই আজ বেশি করে মনে হয়। বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি যে তিনি শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন আজীবন । ছায়ানটের বটবৃক্ষ তো আসলে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ছায়াতেই সনজিদার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির কায়ার বিস্তার সময়ান্তরে দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল । রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাকে সোনার বাংলার বাঙালির প্রাণের ভাষা করে তুলেছিলেন তিনি। মৌলবাদীদের আধিপত্য বিস্তারে সেই ভাষার অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করে বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বালিয়ে রাখার অভাববোধেই সনজিদার মুখ জেগে ওঠে অবিরত। আত্মবিশ্বাস না থাকলে স্বপ্ন জেগে ওঠে না,দুঃস্বপ্ন তাড়া করে। সেখানে সনজিদা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসকেই বাতিঘর করে রেখেছিলেন আজীবন । রবীন্দ্রনাথ মানুষের ঐক্যে মানবধর্মের কথা বলেছেন । সেখানে বর্তমান বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের ধর্মের ঐক্যের জেহাদের বিরুদ্ধে সেই মানবধর্ম রক্ষায় সনজিদার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতি পথের দিশারি হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ঐক্যের চেতনায় তাঁর গড়ে তোলা সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাঙালির পাথেয়,বাঙালিত্বের বিশল্যকরণী। সেখানে তাঁর রবীন্দ্র প্রত্যয় জীবন্মৃত বাঙালিকে তার জাতিসত্তায় বেঁচে থাকার স্বপ্ন জাগিয়ে রাখে নিরন্তর,হাতছানি দেয় বারেবারে । রবীন্দ্রনাথের আলোতে সনজিদা নিজেই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বাতিস্তম্ভে পরিণত করে দেশময় তার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন । তাঁর আলোকবর্তিকাই দুই পারের বাঙালিকে মিলিয়ে দিয়েছে,বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়িয়ে ।

(শেষ)